CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • গোয়াহি • উনয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 23 November, 2020 ■ আগরতলা, ২৩ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৭ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গৃহবধূকে খুঁটির সাথে বেধে মারধর গ্রেপ্তার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। রাজধানীর চন্দ্রপুর টাটা কালীবাড়ির ঘটনার পুনরাবৃত্তি এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত দিযালিয়া কৃষ্ণ কলোনি এলাকায়। ন্যাক্কার জনক এই ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুরে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এলাকার এক মহিলার স্বামীর সাথে নির্যাতিতার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে, এই অভিযোগ তুলে শনিবার নির্যাতিতাকে বিদ্যুতের খুঁটির সাথে বেধে বেধড়ক ভাবে নির্যাতন করা হয়।

জানা যায় নির্যাতিতা শনিবার মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। মেয়ের বাড়ি থেকে নির্যাতিতাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসে অভিযুক্তরা। পরে এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটিতে বেধে নির্যাতিতাকে মারধর করা হয়। এমনকি নির্যাতিতার মেয়ে মাকে বাচাতে এগিয়ে আসলে তাকেও মারধর করে অভিযুক্তরা। ঘটনার পর শনিবার বিকালে নির্যাতিতার পক্ষ থেকে এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। সেই মোতাবেক পুলিশ পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

এসডিপিও প্রিয়া মাধুরি মজুমদার জানান শনিবার দুপুরে বিট পুলিশ পেট্রোলিং করার সময় ঘটনাটি তাদের নজরে আসে। তখন বিট পুলিশ অফিসার ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে বিঁধলেন সমাজপতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। কাঞ্চনপুর মহাকুমায় যৌথ কমিটির উদ্যোগে টানা ৬ দিনের বনধ-এ কাঞ্চনপুর মহকুমা জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ষষ্ঠ দিনের বনধ -এ মৃত্যু হয়েছে দুজনের। সরকার যদি সঠিক সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতো তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না।

রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে সমাজপতিরা যৌথ ভাবে এমনটাই অভিযোগ তুললেন সরকারের বিরুদ্ধে। মথা সভাপতি পঞ্চরাম রিয়াং জানান, রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ফলে জাতি উপজাতি কারণে কোনো আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি হবে না। আর যেখানে তাদের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, সেই স্থান সরকারের। সরকারি জায়গায় পুনর্বাসনে ব্যবস্থা করলে আন্দোলনকারী যৌথ কমিটির আপত্তি কোথায় বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন। এ ধরনের কার্যকলাপের জন্য সরকারকে আইনত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্বজিৎ দেববর্মা ও শ্রীকান্ত দাসকে অন্তিম শ্রদ্ধা থামেনি আন্দোলন, কাঞ্চনপুর ও পানিসাগর থমথমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন ইস্যুতে শনিবার পানিসাগরে যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল তাতে নিহত ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির শ্রীকান্ত দাসকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। চোখের জলে তাঁদের বিদায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, থেমে নেই আন্দোলন। রবিবারও চলছে কাঞ্চনপুর মহকুমায় ধর্মঘট। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রাখা হয়েছে কাঞ্চনপুর, পানিসাগর সহ ঊনকোটি ও উত্তর জেলার বিভিন্ন মহকুমা। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে কঠোর নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন। গোয়েন্দা পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফকে কঠোর নজরদারী চালানোর নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

সপ্তম দিনেও আন্দোলন থেকে পিছপা হাঁটে নি কাঞ্চনপুরের যৌথ কমিটি। রবিবারও মহাকুমার বিভিন্ন স্থানে যৌথ কমিটি কর্মীদের আন্দোলন ছিল অব্যাহত। ছিল পুলিশের পিকেটিং। দোকানপাট ছিল বন্ধ। গাড়ি ঘোড়া ছিল বন্ধ। পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনী ছিল ছয়লাপ। এদিন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। সমস্ত কিছু স্তব্ধ। বর্তমানে ধর্মনগর পানিসাগর সহ কাঞ্চনপুর মহাকুমা জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে টিএসআর ও পুলিশ বাহিনী। নেতৃত্বেরা জানান আন্দোলন অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকার তাদের দাবি মেনে নিচ্ছে না।

শনিবার পানিসাগরের ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয় দমকল বাহিনীর কর্মী বিশ্বজিৎ দেববর্মা। ঘটনার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ধর্মনগর হাসপাতালে। সেখান থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শনিবার রাতে জিবি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। জানা যায় মৃত বিশ্বজিৎ দেববর্মা দামছড়া ফারার স্টেশনে কর্মরত ছিল। শনিবার সে ছুটি নিয়ে দামছড়া ফারার স্টেশন থেকে নিজ বাড়িতে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। এইদিকে রবিবার মৃত বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃতদেহ রাজধানীর ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনীস্থিত দমকল বাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাহিনীর আধিকারিক সহ সকল কর্মীরা মৃত বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। উপস্থিত ছিলেন ডিভিসনাল ফায়ার অফিসার ইনচার্জ তপন কুমার রায়। তিনি জানান অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের সদর দপ্তরে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর মৃত বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃতদেহ তার নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে, ধলাই জেলার নেপালটিলার ডেমডুম এলাকায় বিশ্বজিৎ দেববর্মার মরদেহ নিয়ে গেলে সেখানে কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং বেশ কয়েকটি গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। তাতে কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে অস্থিরতায় উদ্বেগ প্রকাশ জনজাতি মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর ও পানিসাগরে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিজেপি জনজাতি মোর্চা। মোর্চার সহসভাপতি কার্ত্তিক জমাতিয়া বলেন, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে কাঞ্চনপুরে লাগাতর ধর্মঘট এবং গতকাল পানিসাগরে জাতীয় সড়ক অবরোধকে ঘিরে মারপিট, গাড়ি ভাঙচুর এবং দুইজনের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সমস্ত জনগণের কাছে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা মিশ্র জনবসতির রাজ্য। দীর্ঘ সময় ধরে এই রাজ্যে জাতি জনজাতি মিলেমিশে বসবাস করছেন। উৎসব ও নানা অনুষ্ঠান একত্রিত হয়ে পালন করছেন। ফলে, অশান্তি কোনভাবেই কাম্য নয়। তিনি বলেন, মিজোরাম থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থীরা দীর্ঘকাল ধরে অমানবিক কষ্টে জীবন যাপন করছেন। তাই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলে তাদের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সম্প্রতি বাধা দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি জনজাতি মোর্চা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

ব্রু শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দাবী করল জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। পানিসাগরে শনিবার ঘটে যাওয়া ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা জরুরি। এ আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল না। এবং ইতিমধ্যে বনধ প্রত্যাহার করা হোক। পরিস্থিতি খারাপের দিকে চলছে। অনাহারে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। অতিসত্বর ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু সরকার তা না করে চুপ করে বসে আছে।

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জয়েন্ট একশন কমিটি অফ সিভিল সোসাইটির লালবাহাদুর রিয়াং এমনটাই অভিযোগ তুলল। তিনি ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। এদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত সুনীল দেববর্মা বলেন পুনর্বাসনের যে চুক্তি হয়েছিল তারপর থেকে কিছু ষড়যন্ত্রকারীরা ব্রু শরণার্থীদের উগ্রপন্থী সাথে তুলনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমরণ অনশনে বসবে জাস্টিস ফর ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা না হলে জাস্টিস ফর ১০৩২৩ সংগঠন আমরণ অনশনে বসবে।

রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দুই মাসের মধ্যে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে নিয়োগের নিশ্চিত কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে ৩,১৩,০৮৭

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর (হি.স.)।। সিকিম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যে করোনানোভাল ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত আছে। তবে আগের তুলনায় করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট কমছে বলে দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি সুস্থ রোগীর সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। উত্তরপূর্বে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা অসমে সবচেয়ে বেশি। এর পরই দ্বিতীয় স্থানে ত্রিপুরা এবং মণিপুরের স্থান তৃতীয়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯১২ জনকে নতুন করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট আটটি রাজ্যে মোট সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৩,১৩,০৮৭ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে ২,৯৯,৭৪৩ জন লোকে আরোগ্য লাভ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৭৬৯ জন রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও ১১,২৪০ জন সক্রিয় রোগী এখনও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে উত্তরপূর্বের মোট ১, ৮৮৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনায় আক্রান্তের মধ্যে অসমে গত ২৪ ঘণ্টায় ২২৩ জন রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে অসমে মোট রোগীর সংখ্যা ২, ১১,৪২৭। অসমে এই সময়কালে ১৯৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন। তাঁদের নিয়ে রাজ্যে ২,০৭,২১৯ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। তবে ৩,২৩২ জন এখনও রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অসমে গতকাল রাত পর্যন্ত আরও দুই করোনা-আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের নিয়ে মোট ৯৭৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী মৃত্যুবরণ করেছেন।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৫ জন করোনা রোগীকে নতুন করে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩২,৩৬৪। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩১,০৬১ জন সুস্থ হলেও ৯১৭ জন সক্রিয় রোগীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ১১৬ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। ত্রিপুরায় করোনা-আক্রান্ত মোট ৩৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মণিপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ২৭০ জন করোনা সংক্রমিতকে শনাক্ত করা হয়েছে। এতে রাজ্যে মোট রোগীর সংখ্যা ২৩,০১৮ জনে বেড়েছে। মণিপুরে এখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে ছড়ার জলে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ নভেম্বর।। মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল খোয়াই থানার চা বাগান এলাকায়। মৃত মহিলার নাম সপ্না মুন্ডা(৪৫) স্বামী মৃতঃ নিপেন মুন্ডা। মৃত মহিলার উত্তর রামচন্দ্র ঘাট এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ১১ টায় কৃষকরা মাঠে কাজ করার সময় খোয়াই থানাধিন ধলাবিল চা বাগান পঞ্চায়েত এলাকার মৃদনা ছাড়া মধ্যে এক মহিলার দেহ দেখতে পান কয়েকজন। এরপরই তাঁরা খবর দেন স্থানীয়দের। খবর দেওয়া হয় খোয়াই থানায়। স্থানীয়রা মহিলাকে চিনতে পেরে মহিলার ছেলেদের খবর দেওয়া হয় খবর পেয়ে ছুটে আসে মৃতার দুই ছেলে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মহিলার পচাগলা দেহ ছড়ার জল থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যায় খোয়াই জেলা হাসপাতালের মর্গে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গত শুক্রবার মহিলা নিজ বাড়ি থেকে বের হয় মৃদনা ছড়ার শামুক খোঁজর জন্য জন্য। মহিলা আর বাড়ি ফিরেনি। তবে থানায় কোন মিসিং ডায়রিও করা হয়নি। মৃতার ছেলেরা গতকাল অনেক খুজাখুজির পর পায়নি। আজ মৃতদেহ পাওয়ার পর মৃতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমতলী ও এডি নগরে দুই ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। আমতলী থানা এলাকার কাঞ্চনমালা এবং অরুন্ধতী নগর থানা এলাকার শান্তি কালীবাড়ি এলাকায় দুটি ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে আমতলী থানা এলাকার কাঞ্চনমালা এলাকার জঙ্গল থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম হেমন্ত সরকার। বাড়ি কাঞ্চনমালা এলাকাতেই।

হেমন্ত সরকার নামে অভিযোগ এর মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই যুবক এলাকায় ভালো মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিল। এটি আত্মহত্যা নাকি তাকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে আমতলী থানার পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে অরুন্ধতী নগর থানা এলাকার শান্তি কালী বাড়ি এলাকা থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম সুজিত দত্ত। কেন ওই ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাপানিয়া স্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।ফাঁসিতে সুজিত দত্ত নামে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ উভয় ক্ষেত্রে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

পানিসাগরে সংঘর্ষের ঘটনায় ষড়যন্ত্র রয়েছে ঃ আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে পানিসাগরে সংঘর্ষ এবং দু'জনের মৃত্যুর ঘটনায় ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রশ্নে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে যথপোযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে আইপিএফটি।

আজ রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটির সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরায় শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন করার প্রয়াস চলছে। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে জয়েন্ট মোভমেন্ট কমিটি পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। শনিবার পানিসাগরে ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং কাঠমিস্ত্রি শ্রীকান্ত দাসের মৃত্যুর জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে বিশ্বের সব দেশকে একজোট হতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি. স)।। ভারতে কার্বন নিঃসরণ কম হচ্ছে। জি-২০ শীর্ষ বৈঠকে এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার দ্বিতীয় দিনের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিশ্বের পরিবেশের স্বার্থে দেশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তার ফলে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল, তাও ছাপিয়ে গিয়েছে ভারত।

তাঁর কথায়, 'পরিবেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে থাকার ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্য এবং আমার সরকারের প্রতিজ্ঞার ফলে ভারতে কার্বন নিঃসরণ কম হচ্ছে এবং জলবায়ুর পক্ষে সহায়ক হবে, এমন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভারত শুধু প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মেনে চলছে, এমনটা নয়। বরং সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েও যাচ্ছে।'

কীভাবে কার্বন নিঃসরণ কমেছে, তাও ব্যাখ্যা করেন মোদী। তিনি জানান, এলইডি আলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে প্রতি বছর ৩৮ মিলিয়ন টন কার্বন-ডিঅক্সাইড কম নিঃসৃত হচ্ছে। দেশের ৮০ মিলিয়ন গৃহস্থে রান্নার গ্যাস প্রদান করা হয়েছে। 'সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক' ব্যবহার বন্ধেরও প্রয়াস চলছে বলে জানান মোদী। একইসঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, ২০২২ সালের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, তা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পেরিয়ে যাবে ভারত।

এদিনের বৈঠকে তিনি আরও বলেন, করোনাভাইরাসের গ্রাস থেকে দেশবাসীর জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনও রুখতে হবে। আর সেজন্য বিশ্বের সব দেশকে একজোট হতে হবে। তিনি বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলার উপর নজর রাখাও একইরকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নিঃশব্দে নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ, বিস্তৃত এবং সামগ্রিকভাবে লড়াই করতে হবে।'

প্রসঙ্গত, শনিবারও জি-২০ শীর্ষ বৈঠকে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন মোদী। সেখানে মূলত করোনাভাইরাস মহামারী থেকে ঘুরে দাঁড়াতে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশগুলিকে জোটবদ্ধভাবে কাজ করার উপর জোর দিয়েছিলেন। সেই বৈঠকে করোনা-পরবর্তী দুনিয়ায় একটি বিশ্বব্যাপী সূচকের চালুরও প্রস্তাব দেন মোদী। তাতে দক্ষতা, সমাজের সব শ্রেণির কাছে প্রযুক্তি পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা, শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং বিশ্বস্ততার উপর জোর দেওয়া হবে। যা জি-২০-কে নয়া বিশ্বের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণে সাহায্য করবে। পরে টুইটারে মোদী বলেন, 'প্রতিভা তৈরির জন্য বহুমুখী দক্ষতা এবং আবারও দক্ষ করার ফলে আমাদের কর্মীদের মর্যাদা এবং সহনশীলতা বাড়বে। মনুষ্যত্বের উপর কী কী সুবিধা আছে, তার ভিত্তিতে নয়া প্রযুক্তির মূল্য বিচার করতে হবে।'

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৪৭ ▫ ২৩ নভেম্বর ২০২০ ইং ▫ ৭ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সভ্যতার বিকাশে অতীতও প্রাসঙ্গিক

সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানব সভ্যতা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। মানব সভ্যতা অগ্রসর হইবার পিছনে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির অবদান অবস্মরণীয় ।বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া মানব সভ্যতার অগ্রগতি চিন্তাই করা যায় না। তবে মানবসভ্যতা যতই অগ্রসর হোক না কেন ইতিহাস কিংবা পূর্বপুরুষকে বাদ দিয়া সমাজ উন্নয়ন বা সমাজ কল্যাণ অর্থহীন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইতিহাসকে ভুলিয়া গেলে মানুষ শ্রদ্ধাবোধ ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিবে। কেননা

সবার উপরে মানুষ সত্য। তাঁহার এত বড় উপলব্ধির কথা কবি চণ্ডীদাস আমাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়াছিলেন প্রায় ছ'শো বছর আগে। পৃথিবী তারপর বহু বহু দূর এগিয়ে গিয়াছে জ্ঞানে বিজ্ঞানে চিন্তায় চেতনায়। পূর্বপুরুষদের অনেক চিন্তা উপলব্ধি সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। স্বভাবতই বাতিলও হইয়াছে সেসব। আবার বহু উপলব্ধি ধ্রুব সত্য হইয়া রহিয়াছে। সেসব বাতিল হওয়া দূরে থাক, সেগুলির সামান্য পরিবর্তনের কথাও আমাদের মনে হয় না। তার মধ্যে একটি অবশ্যই চণ্ডীদাসের পরম উপলব্ধি'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। সমাজ, দেশ, রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বব্যবস্থা সবটাই মানুষের কল্যাণচিন্তাকে কেন্দ্র করে। পরিবেশচিন্তায় বাতাস, অরণ্য, জলাভূমি এবং সমস্ত প্রাণীকে বাঁচানোর কথা বলা হইয়াছে। সেখানে জীবে প্রেমের ধারণা, তাহার মূলেও মানুষের কল্যাণ। সবকিছু বাঁচিলে পরেই প্রকৃতি তাহার ভারসাম্য ধরিয়ি রাখিতে সক্ষম হইবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া যাওয়ার পরিণাম মানুষের জন্য অমঙ্গলের। মানবসভ্যতার সামনে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন দাঁড়াইয়া পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলাইতে গিয়া আমাদের খাদ্য তালিকা দীর্ঘ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে আপস করে বসতির বিস্তার ঘটাইতে হইয়াছে। কৃষি বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লবের মতো একাধিক খাদ্য বিপ্লবের নামে কিছু কৃত্রিম ব্যবস্থাকে আত্মস্থ করিতে হইয়াছে। সেখানেও পদে পদে নিশ্চয়তা দিতে হইয়াছে যে, শেষমেশ মানুষ সুরক্ষিতই থাকিবে। চিকিৎসা, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে গিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্য, বিনোদন, সংবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মানুষের কল্যাণচিন্তার সঙ্গে আপস করিবার কথা পরিত্যাগ করিয়াছে সমস্ত সমাজ। সবচেয়ে বেশি এবং মারাত্মক মতভেদের জায়গাটি হইল ধর্মাচরণ। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাসী ভারত মানিয়া নিয়াছে 'যত মত তত পথ'। ধর্ম বিশ্বাসটা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত। প্রতিটি মানুষ তাঁহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসারে ধর্মাচরণ করুন। তাহাতে কোনও সমস্যা নাই। এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁহারা কোনও প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের কাছে ধর্ম একটাইমানবধর্ম। তাঁহাদের এই ভিন্ন চিন্তাকেও ভারত সমান শ্রদ্ধা করে। বিভিন্ন ধর্ম নানাভাবে যত কথাই বলুক, সব কথার সার কথা হইল'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

মানুষের মনে একইসঙ্গে দু'রকম চিন্তা চলিতে থাকে। সুচিন্তা ও কুচিন্তা। এই দুই চিন্তার দ্বন্দ্ব নিয়াই মানুষের দিন কাটে। সুচিন্তার প্রাবল্যেই মানুষ প্রতিদিন জয়ী হয়। কিন্তু যখন কুচিন্তা মানুষকে পুরো গ্রাস করিয়া ফেলে তখন সে অপরাধ করে বসে। আবার এই অপরাধপ্রবণতা দূর হইলেই একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে সৎ বা সাধুতে রূপান্তরিত হইতে পারেন। তাই আধুনিক সমাজবিজ্ঞান অপরাধীর বিনাশ চায় না, অপরাধপ্রবণ মনের বিনাশ চায়। মৃত্যুদণ্ড রদ করিবার পক্ষে এটাই তাঁহাদের যুক্তি। আমাদের দেশেও 'জেল' বা 'কারাগার' শব্দটির বদলে 'সংশোধনাগার' কথাটি ব্যবহারের যুক্তি এটাই। সংশোধিত মানুষকে মূল স্রোতে বরণ করিয়া নেওয়াই আধুনিক শিক্ষা। এই ধ্রুব সত্য কথাাা ভুলিয়া গেলে চলিবেনা। সমাজ সংস্কাকার এবং মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাও যথেষ্ট সময় উপযোগী। সেই কারণেই আধুনিক শিক্ষাযা ব্যবস্থাও অতীতকে কোনভাবেই অস্বীকার করিতেছে না। অতীত ও বর্তমানের সম্মিলিত প্রয়াসই ভবিষ্যৎ গঠনের অন্যতম সোপান।

বিশ্বভারতীর এক ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ মেশ মালিকের বিরুদ্ধে

শান্তিনিকেতন, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্বভারতীর এক ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ মেশ মালিকের বিরুদ্ধে। শান্তিনিকেতনের রতনপল্লী এলাকায় মেস মালিক দম্পতির বিরুদ্ধে এক ছাত্রী ও তার অভিভাবকদের শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ উঠল রবিবার সকালে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেন তারা।

বিশ্বভারতীর অর্থনীতির ছাত্রী কন্নাকি দাস সহ তিন জন ছাত্রী রতনপল্লীতে ভাড়া বাড়িতে দেড় বছর ধরে থাকতেন। কিন্তু লকডাউনের সময় প্রত্যেকেই বাড়ি ফিরে যান। পরে বিশ্বভারতীর ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা শেষে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা জানান মেস মালিককে। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, গত ছয় মাসের ভাড়া নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়া সত্ত্বেও এদিন নিজের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে গেলে পানাগড়ের বাসিন্দা কন্নাকি দাস ও তার অভিভাবকদের সঙ্গে মেস মালিকদের বচসা শুরু হয়।

ছাত্রীর বাবা প্রকাশ দাসের অভিযোগ 'মেসের মালিক অমিতাভ দাশগুপ্ত ও তার স্ত্রী ফল্গুশ্রী দাশগুপ্ত অশান্তি শুরু করেন। আচমকা একটি কাগজে সই করতে বলেন। সই করতে অস্বীকার করলেই একটি রড নিয়ে চড়াও হয় মালিক। দরজা লাগিয়ে আমাদের উপর চলে এলোপাথাড়ি মারধোর, রডের বাড়ি। কোনওরকমে সেখান প্রান বাঁচাতে পালিয়ে আসি।

পরে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তারা।অভিযুক্ত ফল্গুশ্রী দাশগুপ্ত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমরা এমন কোন কাজই করি নি।

নাগরোটায় সুড়ঙ্গের হদিশ মিলল করাচি লেখা বস্তা

নাগরোটা, ২২ নভেম্বর (হি. স) : জম্মু ও কাশ্মীরের নাগরোটায় সুড়ঙ্গের হদিশ।রবিবার সাম্বা সেক্টরের যে আন্তঃসীমান্ত এই সুড়ঙ্গের হদিশ পায় বিএসএফ। সেখানে মিলেছে করাচির বালির বস্তা। এই ঘটনায় জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিরা কোথা দিয়ে ভারতে ঢুকেছিল, তারও হদিশ মিলল। সেই সঙ্গে নাগরোটাকাণ্ডে পাকিস্তান- জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি যোগ আরও জোড়াল হল।

বিএসএফের ইনস্পেক্টর জেনারেল এনএস জামওয়াল বলেন, 'রবিবার সাম্বা সেক্টরের রিগ্যাল পোস্টের কাছে সুড়ঙ্গটির হদিশ পাওয়া গিয়েছে। যা ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় ১৬০ মিটার ভিতর পর্যন্ত এসেছে।' তিনি জানান, সেই সুড়ঙ্গটি ব্যবহার করেছিল নাগরোটার জইশ জঙ্গিরা। রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টা নাগাদ হদিশ পাওয়া সুরঙ্গটি পাকিস্তান রেঞ্জার্সের চকভুরা থেকে শুরু হয়েছে বলে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে। ছোটো ছোটো কাঠের পাটাতন দিয়ে সেটিকে মজবুত করা হয়েছিল। সেটির গভীরতা প্রায় ২০ ফুট এবং তিন ফুট চওড়া। সুড়ঙ্গের মুখ প্রায় ১.৫ ফুট চওড়া। যেখান দিয়ে অনায়াসে ৩২ ইঞ্চির কোমর পার করে যেতে পারে। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বালির বস্তা। তাতে লেখা ছিল 'অ্যাঙ্গরো ফার্টিলাইজার, করাচি, পাকিস্তান'। বিএসএফের ইনস্পেক্টর জেনারেল বলেন, 'আমরা দড়ি এবং ১০-১৫ টি বালির বস্তা উদ্ধার করেছি। যেগুলি (সুড়ঙ্গের মুখে) ব্যবহার করা হয়েছিল।' তিনি জানান, বান টোলপ্লাজার নিহত জঙ্গিদের যে পাকিস্তানের যোগ ছিল, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ ও ছবিগুলি-সহ রেঞ্জার্সের কাছে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।'

দ্বিশতকের ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এবং আজকের সময়

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ২০২০-তে দ্বিশতবর্ষ অতিক্রম করলেন। কথায় বলে জন্মদিনে পরম শত্রুকেও কেউ গাল দেয় না। তবে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের কথাটা কিছুটা আলাদা। দুনিয়া দেওয়ার জন্য একশ্রেণির মানুষ উচিয়ে থাকবে-- এটাই স্বাভাবিক। ফলত নভেম্বর এলেই যে খোঁচাটার কথা আজও মনে পড়ে যায় সেটাই আরো একবার মনে করে এই প্রতিবেদনের সূচনা করি।

পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের পতনের পর কিছু বিশেষজ্ঞের কাছে যে এঞ্জেলস ''মার্কসের অবৈধ সন্তান'' বলে পরিগণিত হয়েছিলেন ২৮ নভেম্বর সেই একঙ্গেলসই দ্বিশতক বর্ষ অতিক্রম করলেন। আসুন এবার এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক দুনিয়া বদলের প্ল্যাটফর্মে ইতিহাস পার করেও মানুষ তকে এড়িয়ে যেতে পারল না।তীর একটা ছোট্ট বক্তব্য স্পষ্ট করে। একেল বললেন- প্রতিটি সত্যিকার বিপ্লবই সামাজিক বিপ্লব, কারণ সে নতুন একটি শ্রেণিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে আর সেই শ্রেণিকে তার নিজের ধাচে সমাজকে পুনর্গঠিক করার সুযোগ দেয়। তাইই কি কমিউনিস্ট ইস্তেহারের জনকমার্কস এবং এঙ্গেলসকে কালোসুতোয় বাঁধার চেষ্টা? তবে এ চেষ্টা চালালেই যেসমাজবদলের সংগ্রামকে কলুষিত করে দেওয়া যায় না তারই প্রমাণ রাখছে আজকের সময়।

মার্কস যখন ক্যাপিটাল'' নিয়ে কাজ করছিলেন, ভাকে সে কাজে নানাভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি ড্যুরিংকে সমালোচনা করে একটি বই লেখেন এঙ্গেলসত্ত অ্যান্টি ড্যুরিং। প্রকাশিত হয় ১৮৭৮-এ গ্রন্থটির আরো দুটি সংস্করণ এঙ্গেলসের জীবদ্দশাতেই প্রকাশ লাভ করেত্ত ১৮৮৫ এবং ১৮৯৪-এ। ১৮৭০ দশকে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চায় ডুবেছিলেন এন্দেলস। কাজটি অত্যন্ত মন্থর গতিতে- প্রায় দশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। এঙ্গেলস এই কাজটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আকারে লিখে যেতে পারেননি, মূলত নোট আকারেই গবেষণাটি লিপিবদ্ধ থেকে যায়। ১৯২৭-এ এই নোটগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির দান্দিকতা বিষয়ক বইটির নামকরণ হয় '' ডাইলেকটিকস অফ নেচার। এই বইতে একেলস এক নতুন চর্চার জন্ম দিলেন। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে চর্চা। মানবসমাজের ইতিহাস নিয়ে শিক্ষানবীশ থাকাকালীন এঙ্গেলসই নৃতত্বের বস্তবাদী ভিত্তি সূত্রায়িত করেছিলেন। তিনি তার অনুমান ও সমকালীন জীববিদ্যা সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ত সংশোধন করেছেন। প্রকৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে নয়। এইভাবেই এদ্দেলস তীর দার্শনিক চিন্তার মাধ্যমে প্রকৃতিকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। দ্বন্দ্ব যদি প্রকৃতিতে বৈধ হয়, তবে তা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে বিজ্ঞানের মর্মবস্তুতে। প্রকৃতিকে সূত্রায়িত করার ক্ষেত্রে ছন্দতত্ব শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় নয়, উপকারীও বটে। কিন্ত এটার আগে যা নীতি ও মর্মবস্ততে দ্বান্দিকতার উপস্থিতি। কিন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে লড়াই সমস্যার এঙ্গেলস দীর্ঘ সময় ধরেই প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা করেছিলেন ১৮৭৩ এর পরে তিনি ডায়েলেকটিক্স অফ নেচার বিকশিত করতে শুরু করেছিলেন। তেরো বছর ধরে এই বইটি লিখলেও তিনি তা শেষ করে যেতে পারেননি। যদিও ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যুর আগেই তিনি এই বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহণ করেছিলেন এবং অনেকগলো পরিচ্ছদ লিখেছিলেন। মার্কসের মৃতুর পর তিনি সব দায়িত্ব একাহ এই নিয়েছিলেন , ফলত তাঁর পক্ষে এই গ্রন্থটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। উনবিংশ শতাবীরত্ত শ্রেষ্ঠ অসমাপ্ত গ্রন্থ হল ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার। এর কেন্দ্রীয় ধারণা আমরা পাই এঙ্গেলসের ত্যান্টি ড্যুরিং-এ, যা মার্কসবাদের বিকাশের এক গুরুতূর্ণ ধাপ। বানর থেকে মানুষে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস যা বলেছেন তার মূল তিনটি ধাপ- কথা বলতে পারা, উন্নত মস্তিষ্ক, সোজা হয়ে দাঁড়ানো। এর প্রথম ধাপ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, গাছ.থেকে নামা ও পূর্বসূরীদের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সোজা হয়ে দীড়ানোর কথা। সোজা হয়ে দাঁড়ানোটাই ছিল বানর থেকে মানুষ হওয়ার চূড়ান্ত ধাপ। এর পরিণতিতে তার হাত দুটো মুক্ত হয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাদি তৈরি করতে সে সক্ষম হয়েছিল। এর পর আসে বুদ্ধিমত্তা। এই বিষয়ে এঙ্গেলস যদিও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। কিন্তু এর গুরুত্ব নিহিত আছে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিশ্লেষণের যুক্তি হিসেবে।

> এঙ্গেলসের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হল-পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (প্রকাশকাল ১৮৮৪)। এই সময়েই তাঁকে মার্কসের 'পুঁজি'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশনার কাজ করতে হয় আর প্রস্তুতি নিতে হয় তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশের জন্য। এরই মধ্যে তাঁকে লিখতে হয় 'লুডভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থটি। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৮-তে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'। মার্কসের জীবদ্দশাতে যেসব ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে তাঁরা অপ্রতুলে মনে করেছিলেন সেই অভাব মার্কস পরবর্তী পর্বে এঙ্গেলের চরনা অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছিল। সংশোধন করতে হয়েছিল ধারণা।

অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মস্তিষ্ককে গুরুত্ব দিয়ে জোর দিয়েছে বৌদ্ধিক নিশ্চয়তার ওপরে।

এছেলস বলেছেন যে, যখন মানুষ তার নিজের বস্তুগত চারপাশ আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারল, তখন আদিম কৃষি ও শিকার ছাড়াও অন্য অনেক কিছু করার সামর্থ্য অর্জন করেছিল। নি মৃৎশিল্প, নৌবিদ্যা, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান, আইন ও রাজনীতি। পরিশেষে সম্পদের সঞ্চযন। সম্পদের সঞ্চয়নের প্রারভকাল থেকেই স্বল্প কিছু মানুষের গোষ্ঠী শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বাকিদের বাধ্য করে তাদের হয়ে কাজ করতে। শ্রম, সমস্ত সম্পদের উৎস এবং মানুষের বিবর্তনের চালিকাশক্তি। মানুষের শ্রমশক্তির অবমূল্যায়ন ঘটে যখন সে শিশালীর হয়ে শ্রম দেয়। শক্তিশালীরা যখন অন্যদের ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল, তখন মস্তিক্কের ক্রিয়াকলাপও তদনুরূপ হল। পেশাদারি দর্শন স্বাধীনতার এক অবাস্তব আদর্শ তৈরি করেছিল আর এই দারশনিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল রাষ্ট্র ধর্ম। এঙ্গেলসের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হল- পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রকাশকাল ১৮৮৪)। এই সময়েই তীকে মার্কসের ''পুঁজি''-র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশনার কাজ করতে হয়, আর প্রস্তুতি নিতে হয় তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশের জন্য। এরই মধ্যে তাকে লিখতে হয় ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান গ্রন্থটি। এটি একাশিত হয় ১৮৮৮-তে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র''। মার্কসের জীবদ্দশাতে যেসব ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে তারা অপ্রতুল মনে করেছিলেন সেই অভাব মার্কস-পরবতী পর্বে এলেলসের রচনা অনেকটাই পুরণ করতে পেরেছিল। সংশোধন করতে হয়েছিল ধারণা। আলোকপাত করলেন স্বল্পালোকিত অঞ্চলে। আর এইভাবেই তিনি এগিয়ে নিয়ে গেলেন মার্কসবাদকে এই প্রসঙ্গে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যায়—মার্কসবাদ-পদ্ধতি না প্রণালী, ঐতিহাসিক ক্ষেত্র এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র।

এঙ্গেলসের মতো, অজ্ঞেয়বাদ তবু সহনীয়,কিন্ত বস্তবাদ একেবারেই অমার্জনীয়। অথচ সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে আধুনিক সমভ বস্তবাদেরই আদিভূমি হল প্রাগৈতিহাসিক সমাজভাবনা। যে জায়গা থেকে প্রশ্ন তোলহ যায়, বস্তুর পক্ষে ভাবনা কি অসম্ভব? এই অঘটন-ঘটনের জন্যে আশ্রয় নেওয়া হয় ঈশ্বরের সর্বশক্তিময়তায় অর্থাৎ তিনি ধর্মতত্বকে লাগান বস্তবাদের বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপিত হচ্ছে এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গাই নেই।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

স্বৈরতন্ত্র প্রতিহত করতে গণতান্ত্রিক শক্তি আরও সংঘবদ্ধ হোক

বরুণ দাসগুপ্ত

যেকোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটা শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ থাকা অতি আবশ্যক। নাহলে অনিবার্যভাবেই ক্ষমতায় থাকা দলের মধ্যে স্বৈতান্ত্রিক মনোভাব দেখা দিতে বাধ্য। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদের মধ্যে যা খুশি তাই করার মনোবৃত্তি পেয়ে বসে। তার সর্বশেষ উদাহরণ মধ্যপ্রদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত যে ''লাভ জেহাদ' বন্ধের জন্য তারা আইন আনতে চলেছেন। লাভ জেহাদের সোজা অর্থ হল, কোনও হিন্দু মেয়ে যদি কোনও মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করে এবং বিয়ের আগে হোক বা পরে হোক, হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে সেটা ফৌজদারি আইনে দন্ডযোগ্য হবে। অপরাধী'' জামিন পাবে না এবং তার পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। শুধু তাই নয়, যারা এই বিয়ের আয়োজন করবেন বা তার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাদেরকে প্রধান অপরাধী'' বলে ধরা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাতে অবশ্য এ কথা।

নেই যে নিজের পছন্দমত বিয়ে করার অধিকারটাও একটা মৌলিক অধিকার। কারণ, সংবিধান প্রণেতারা ভাবতেই পারেননি যে ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যেখানে কে কাকে বিয়ে করতে পারবে বা পারবে না, তাতেও রাষ্ট্র এবং সরকার নাক গলাবে। কিন্তু সেই ঘটনাই ঘটতে চলেছে। শুধু মধ্যপ্রদেশ সরকার নয়, বিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যগুলিও এই রকম আইন আনবে ও পাশ করাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তধর্মীয় বিবাহ এ দেশে নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মেয়ে শর্মিলা ঠাকুর পতৌদির নবাব মনসুর আলিখাঁকে বিয়ে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির এক ভ্রাতুষ্পুত্রী মুসলিমকে বিয়ে করেছিলেন। তার নাম অরুণা গাঙ্গুলি। বিয়ে করেছিলেন ব্যারিস্টার আসফ আলিকে। বিয়ের পরে হয়েছিলেন অরুণা আসফ আলি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সেই আন্দোলনে অরুণা আসফ আলির নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে এবং থাকবে। উদাহরণ আরও আছে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুকিমুদ্দীন ফারুকি বিয়ে করেছিলেন বিমলা কাপুরকে। স্বামীস্ত্রী দু''জনেই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে নিজেদের অবদান রেখে গেছেন।

আজ দেশে কোনও সর্বভারতীয় বিরোধী দল না থাকার ফলে শাসকদল যা ইচ্ছে করছে। কংগ্রেস নামে সর্বভারতীয় দল হলেও তার সর্বোচ্চ নেতাদের ব্যর্থতার ফলে দলটি ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমশই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। বিহারের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ৭০টি প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেসে পেয়েছে মাত্র ১৯টি আসন। গতবার তারা জিতেছিল ২৮টি আসন। তার মধ্যে আটটি আসন তারা এবার হারিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিআই-এম-এর ''গঠবন্ধন'' ভোটদাতাদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ এখানে রাজনৈতিক মেরুকরণটা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে।

গত বছর লোকসভা নির্বাচনে পর পর দু''বার কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের পর রাহুল গান্ধি দলীয় সভাপতির পদ থেকে সরে যান। কংগ্রেসিদের অনেক সাধ্য সাধনা সত্বেও তিনি আর সভাপতির পদ নেননি। ফলে দলের ''কার্যকরি'' (অ্যাস্টিং) সভাপতি করা হয়েছে সেই সোনিয়া গান্ধিকে, ধার পক্ষে বয়সের ভার ও অসুস্থ শরীর নিয়ে এই দলকে টানা ক্রমশই কষ্টকর হয়ে উঠছে। মাঝেমাঝে শোনা যায় কংগ্রেসে সাংগঠনিক নির্বাচন হবে, নতুন সভাপতি নির্বাচিত হবেন। কিন্তু কংগ্রেসের সাংগঠনিক অবস্থা এবং দলের ওপর নেহরু- পরিবারের কন্টোল এতটাই যে সভাপতি নির্বাচন আর হয় না। হলে, নতুন কংগ্রেস সভাপতি কে হতে পারেন তার কোনও ধারণাই সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নেই, কারণ কোনও সম্ভাব্য নেতার নাম তারা বলতে পারবে না। এমতাবস্থায় যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হচ্ছে। নাবিকহীন জাহাজের মতো কংগ্রেস দিশাহীনভাবে ভেসে চলছে। কোথায় চলেছে তা কেউ জানে না।

কংগ্রেস "নেতাদের" তোরা যেই হোন) সবথেকে ব্যর্থতা হল দলকে, দলের কর্মীদের, রাস্তায় নামাতে না পারা। সংসদ চলাকালীন কিছু গরম বক্তৃতা করা আর নেতার ট্যইটার হ্যান্ডল্ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিদিন কোনও শাণিত মন্তব্য করা- আপাতত এর বাইরে কংগ্রেসের কোনও কার্বক্রম লোকের চোখে পড়ে না। অথচ দেশে ইস্যুর অভাব নেই। হাথরাসের মতো ইস্যু নিয়েও কংগ্রেস সারা দেশে দূরস্থান, উত্তরপ্রদেশেও কোনও ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারল না। আজ লোকে হাথরাসের কথা ভুলেই গেছে। এই মামলায় শেষ পর্যন্ত কারুর শাততি হবে কিনা তাও অনিশ্চিত। কংগ্রেস যদি হাথরাস নিয়ে সারা রাজ্য ব্যাপী আন্দোলন করতে পারত এবং আন্দোলন একটানা মতো নৃশংস ধর্ষণ, জঙ্ঘহানি ও হত্যার ঘটনা নিয়েই যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে লিয়ে দিতে পারত। পূর্ব দিল্লির সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরেও পাল্টায় তাহলেই সরকার পড়ে যাবে।

যত দিন যাবে, ততই নীতিশ কুমারের দল জেডিইউ)-র সদস্যরা বুঝতে পারবেন যে তাদের নেতা এখন বিজেপির খাঁচায় বন্দি পাখি। তার ঘাড়ের ওপর দু' দু''জন উপমুখ্যমন্ত্রী চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা কাজ করার ক্ষমতা আজ আর নীতিশের নেই। এই অবস্থায় নীতিশ কি তার দলের প্রত্যেকের অটল আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেনঃ কোনও দলের মধ্যে যখন এই ধারণাটা তৈরি হয় যে দলটা ডুবছে, তার আর কোনও ভবিষ্যত নেই, তখন সেই ডুবন্ত দল ছাড়ার প্রবণতা দেখা দেয়। আজকে বিহার বিধানসভায় বিভিন্ন দলের যে সমীকরণ আছে, আগামী তিন মাস বা ছয় মাস বা এক বছর বাদেও তাই থেকে যাবে, তা কে বলতে পারে? তেজস্বী স্পষ্ট বলেছেন, তাকে জোর করে হারানো হয়েছে।কোথাও কোথাও তার দলের প্রার্থীকে বলা হয়েছে যে তিনি জিতে গেছেন, এবারে তাঁকে জেতার সার্টিফিকেট দিয়ে দ্যেয়া হবে। তার কয়েক মিনিট বাদেই তাঁকে বাল হয়েছে যে তিনি হেরে গেছেন পোস্টাল ব্যালটে।, সেখানে ও প্রশ্ন উঠছে নিয়ম মতো পোস্টাল ব্যালট গোনার কথা সর্বপ্রথম। কিন্তু বিহারে সেই নিয়ম ভেঙে পোস্টাল ব্যালট গোনা হয়েছে সব শেষে।বিজেপি বহু চেষ্টা করেও, অনেক কুৎসা করেও জলের মতো টাকা ছড়িয়েও যে তেজস্বীর রাষ্ট্রীয় জনতা দলের একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসা ঠেকাতে পারেনি এবং মাত্র ১৫টি আসনের গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়েছে, এর থেকে বাঝা যায়। নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকলে জাতপাতের বিভাজনকেও পুরোপুরি ঠেকানো না গেলেও অনেকখানি ভোঁতা করে দেওয়া যায় যদি মানুষের বেঁচে থাকার দৈনন্দিন সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে তার ভিত্তিতে গরিব ও দলতদের বৃহৎ ঐক্য গড়ে তোলা যায়। এগুলি সবই আশার কথা।

কিন্তু এইসব চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চেষ্টাও এখন থেকেই শুরু করা দরকার, দেশে একটি বৃহৎ ও ঐক্যবদ্ধ বিরোধী দল গঠন, যা মানুষের মধ্যে এই আশ্বাস উৎপন্ন করতে পারবে যে তাদের ওপরে দেশ শাসনের দায়িত্ব দিলে তারা সেই দায়িত্ব পাললে সক্ষম। দেশেণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছোটো ছোটো বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে সেটা সম্ভব কাজটা কঠিন কিন্তু অসাধ্য নয় যদি আঞ্চলিক দলের নেতারা এটা বুঝতে পারেন যে সার্বিক গণতান্ত্রিক ঐক্যের বিকল্প হল স্বৈরতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্রমাবলুপ্তি।

সংবিধানে কোনও পরিবর্তন না করেই,কোনও জরুরি অবস্থা ঘোষণা না করেই, ব্যক্ত স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের অধিকার অনেকটাইত্তহরণ করা হয়েছে। দু''একটি উজল ব্যতিক্রম বাদে সংবাদমাধ্যমগুলিকে সরকারের বাজনদারে পরিণত করা হয়েছে। অপছন্দের সাংবাদিকদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সাংবাদিকদের সংগঠনগুলি তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছেন। এঁরা সরকারের "গুড বুক এ থাকতে চান। তুলনায় গত পাঁচ বছর ধরে মার্কিন সংবাদমাধ্যগুলি কীভাবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছে কীভাবে তারা ট্রাম্পের হুমকি ধর্মকির সামনেও খাড়া থেকেছে, নিজেদের পেশাগত স্বাধীনতার অক্ষুণ্ণ রেখেছে, সেটাও আমরা দেখেছি। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প বিদায় হয়েছেন। এখন বাইডেন সরকারের ক্ষমতায় আসার আনুষ্ঠানিক ঘোষশণাটুকুর অপেক্ষা।

এখন থেকে যদি একটি সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক বিকল্প তৈরি করার কাজটি শুরু করা না যায় তাহলে ২০২৪ সালের পরে কথাগুলি সংবিধানেই সীমাবদ্ধ থাকবে স্বৈরতন্ত আমাদের পুরনো ইতিহাস মুছে ফেলা হবে। পুরনো ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেহরুর নাম মুছে ফেলার অপচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আরও অনেক কিছুই মুছে ফেলা হবে। নেহরুর নাম মুছে ফেলতে হবে। এই নামে কোনও ব্যক্তি কোনওদিন জন্মাননি, কোনওদিন তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। জর্জ অরওয়েলের বিখ্যাত উপন্যাস ১৯৮৪' একটি বাক্য উদ্ধৃত করে এই লেখা শেষ করি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় ভারত বিকাশ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অশান্ত করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, অভিযোগ প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রদীপের

শিলচর (অসম), ২২ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রের বিজেপি সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অশান্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য সাম্প্রতিককালে রহস্যাবৃত। গুরুতর এই অভিযোগ সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্তরায়ের।

এক বিবৃতি জারি করে প্রাক্তন ছাত্রনেতা বলেন, সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা অস্পষ্ট করে চতুর্দিকে দেউলিয়াপনা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে চিনের কুদৃষ্টি বিদ্যমান। অরুণাচল প্রদেশ দখল করতে চাইছে চিন। মিজোরামে জঙ্গিদের মদত দিয়ে অসমের জমি দখল করাচ্ছে ওই রাষ্ট্র। মেঘালয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার সমতল এবং উপজাতিদের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর পরিকল্পনা করছে। আসন্ন ত্রিপুরা এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে এই জঘন্য রাজনীতি চলছে। এই বক্তব্য তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি কোনও উপজাতির বিরোধী নয়। তবে ভারতবর্ষের মানুষ ভারতবর্ষের যে-কোনও জায়গায় থাকার অধিকার রয়েছে। কথা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার মিজোরাম থেকে উৎখাতিত ব্রু উপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্য ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর এলাকাকে বেছে নিয়েছে। এই কাঞ্চনপুর এলাকায় এক সঙ্গে যদি এত বেশি সংখ্যক ব্রু জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন দেওয়া হয় ভবিষ্যতে বাঙালিদের সঙ্গে উপজাতিদের সংঘর্ষ বাঁধার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার ইতিহাস সকলে জানেন। সবাই সাক্ষী, ত্রিপুরায় একটি ভয়াবহ বাঙালি এবং উপজাতি সংঘর্ষ হয়েছিল। তাই বাঙালিরা ভীত এবং সন্ত্রস্ত। ব্রু উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় ভাগ করে দেওয়া হোক তাঁদের। তাতে কারও আপত্তি নেই। কাঞ্চনপুরের বাঙালিরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন এ ব্যাপারে। কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকার তাঁদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করছে না। আমার মনে হয়, ব্রু এবং বাঙালিদের মধ্যে যৌথ বৈঠক করিয়ে সমাধানসূত্র বের করা উচিত। কিন্তু রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। বিজেপির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল নির্বাচন আর ক্ষমতা দখল করা। জঘন্য এই রাজনীতির স্বার্থে জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

বিবৃতিতে প্রদীপ দত্তরায় আরও বলেছেন, বিগত দিনে ত্রিপুরার ভয়াবহ দাঙ্গার পর বাঙালি শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা সরকার করেনি। অথচ দিল্লিতে যে শিখ দাঙ্গা হয়েছিল তার জন্য তাঁদের পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে কেন্দ্রীয় সরকার। তা-হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দাঙ্গার শিকার শরণার্থীদের জন্য এই ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয় না? কাশ্মীরে যেভাবে ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়া হয়েছে, একইভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৩৭১ ধারা তুলে দেওয়া উচিত। তাই তিনি সরকারকে সতর্ক করে বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের সঙ্গে থাকবে না।

কেননা, চিন গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে গভীর চক্রান্ত করছে। বিভিন্ন রাজ্যের উপজাতিদের ব্যবহার করছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে। বাঙালিরা মেঘালয়, মিজোরাম সর্বত্রই নির্যাতিত। মিজোরাম বলছে তারা রক্তগত মিজো, ভারতীয় হয়েছে এটা তাদের দুর্ঘটনা। কিন্তু তার পরও সরকার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ত্রিপুরার জনগণ যেভাবে সহাবস্থানের সঙ্গে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে বসবাস করছেন, সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়। ব্রু রিয়াং সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের সমস্যার সমাধানের একটা রাস্তা কেন্দ্রীয় সরকার যাতে বের করে তারও দাবি জানান প্রদীপ।

রবিবার বিজেপি তপশিলী মোর্চার আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডাঃ দিলীপ দাস। ছবি- নিজস্ব।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের হাইলাকান্দি জেলা কমিটি পুনর্গঠিত

হাইলাকান্দি (অসম), ২২ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার বিশ্বহিন্দু পরিষদের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছেঊ সে অনুসারে সংগঠনের নতুন জেলা সভাপতি মনোনীত হয়েছেন মনোজমোহন দেবঊ

এ-উপলক্ষ্যে রবিবার বিশ্বহিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-এর হাইলাকান্দি জেলা কার্যালয়ে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়ঊ এই সভায় বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিভিন্ন শাখার কার্যকর্তা এবং সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলঊ এই সভায় পূর্ণাঙ্গ কমিটির কার্যকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। নাম ঘোষণা করেন সংগঠনের প্রান্ত সহ-সম্পাদক বিজিৎ কুমার দাসঊ

ঘোষিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির কার্যকর্তাদের মধ্যে আছেন জেলা সভাপতি মনোজ মোহন দেব, সহ-সভাপতি রাজেন দে ও শুক্লা মিত্র, সম্পাদক শ্যামসুন্দর রবিদাস, সহ-সম্পাদক মৃগেন দেব, প্রচার প্রমুখ শঙ্করী চৌধুরী, সৎসঙ্গ প্রমুখ ধীরাজ ভট্টাচার্য, বজরং দলের সংযোজক বিক্রমজিৎ ভট্টাচার্য, দুর্গাবাহিনী সংযোজিকা সীমা শুক্লবৈদ্য, মাতৃশক্তি প্রমুখ শম্পা আচার্য, ধর্মপ্রসার প্রমুখ মনোজকান্তি দাস ও প্রদীপ রিয়াং, সামাজিক সমরসতা প্রমুখ অরুণ দাস, আইনি উপদেষ্টা গৌতম ঘোষ, সেবা প্রমুখ রূপম গুপ্ত ও গোবিন্দচন্দ্র নাথ, গো রক্ষা প্রমুখ সুপ্রতীম নাথ, মঠ-মন্দির সম্পর্ক প্রমুখ অখিল সিনহা, কোষাধ্যক্ষ পার্থ চৌধুরীঊ

এদিকে এদিনই সংগঠনের নগর সমিতির কর্মকর্তাদের মনোনীত করা হয়েছে। দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে নগর সমিতির সভাপতি হয়েছেন অনুপ দেবনাথ, সহ-সভাপতি হয়েছেন চিত্তরঞ্জন সূত্রধর ও সুমিত পুরকায়স্থ, সম্পাদক সুব্রত দেব (সানি), সহকারী রাজু দেবনাথ ও কার্তিক দেব, ধর্মপ্রসার, সৎসঙ্গ ও গো রক্ষা প্রমুখের দায়িত্বে যথাক্রমে রতন দেবনাথ, সঞ্জীব দাস ও দেবজ্যোতি দেব (রাজ)। মাতৃশক্তি, দুর্গাবাহিনী ও সেবা প্রমুখের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অঞ্জলি দাস, অনামিকা শর্মামজুমদার ও জয়দীপ দেবনাথকেঊ এদিনের বৈঠকে সংগঠনের বিভিন্ন এলাকার পরিষদের কার্যকর্তা এবং সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কাছাড়ে গঠিত জেলাভিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা কমিটি

শিলচর (অসম), ২২ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা কমিটি গঠিত হয়েছে। করোনা অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড প্রটোকল মেনে স্বাস্থ্য বিভাগের গৃহীত বিভিন্ন কার্যসূচির বাস্তবায়ন ও প্রচারাভিযান সফল করার লক্ষ্যে তড়িঘড়ি এই কমিটি গঠন করা হয়।

জেলাভিত্তিক এই কমিটিতে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার তথা দুর্যোগ মোকাবিলা কমিটির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককে এই কমিটির সদস্য মনোনীতের পাশাপাশি পুলিশ সুপার, ডিএসপি হেড কোয়ার্টার, অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য) , তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক, ডিডিএমএ-এর ডিপিও রয়েছেন এই কমিটির অন্যতম সদস্য।

এ ব্যাপারে জেলাশাসকের ইস্যুকৃত এক আদেশে বলা হয়েছে, অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি এই কমিটি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন তৈরি করবে এবং নোডাল অফিসারের প্রচার কার্যসূচিতে সহযোগিতা করবে। এছাড়া, জেলা পর্যায়ের এই কমিটি অসম পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া সেন্টার এবং নাগরিক মিত্রকে আরও ব্যাপকভাবে প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে রি-টুইট করবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর মধ্যে মার্কেট প্ল্যাস, রেলস্টেশন এবং বাস স্ট্যান্ড, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি চিহ্নিত করে হোর্ডিং সংস্থাপন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং মোবাইল ভ্যান চালানোর প্রাক-রেকর্ডকৃত অডিও পরামর্শদানে বাজানো হবে প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে।

ভিডিপি কমিটির ভলান্টিয়ারদের প্রতিটি গ্রামে সচেতনতামূলক প্রচারে নিযুক্ত করা হবে বলেও আদেশে বলা হয়েছে। তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের শিলচর কার্যালয় থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন অসম পুলিশের ৫৯৭টি এসআই পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : পূর্ব নির্ঘণ্ট অনুযায়ী অসম পুলিশের ৫৯৭টি সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা আজ রবিবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২০ সেপ্টেম্বর অসম পুলিশের ৫৯৭টি সাব-ইনস্পেক্টর পদের জন্য লিখিত পরীক্ষার দিন নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এদিন সকালে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রাজ্যের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নির্দেশে ১৫ মিনিটের মধ্যেই এসআই পদে আয়োজিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্তকুমার দত্ত, করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ, বিজেপির দুই নেতা দিবন ডেকা ও জিষ্ণু নাথ সহ প্রায় ৫৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এর পর মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতায় আজ ২২ তারিখ এই পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার তোড়জোড় শুরু করে। ১৬ নভেম্বর অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড জারি করেছিল নিয়োগ বোর্ড।

আজ সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্নভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। ওই সব মহল বলছে, সাফল্যের সঙ্গে এসআই পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এসআই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর স্থিতি গ্রহণ করে অসম পুলিশের প্রাক্তন শীর্ষ আধিকারিক থেকে বিজেপির নেতা-উপনেতাকে জেলে পুরেছেন। সেদিনই মুখ্যমন্ত্রীকঠ বলেছিলেন, হাজার হাজার বেকার প্রার্থীর ভবিষ্যত নিয়ে যারা খেলায় মতোয়ারা তাদের কেউই রেহাই পাবেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নতুন করে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হবে। কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ সমগ্র অসমে সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে পুলিশের এসআই পদের পরীক্ষা। এবার সম্পূর্ণ যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্তি হবে বলে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বিভিন্নজন।

সিউড়িতে জেলা স্কুল মাঠে বিজেপির সভা : কৌশল বদল অনুব্রতর !

ইলামবাজার, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : এতদিন বিজেপির অভিযোগ ছিল শাসক দল বিজেপিকে সভা করতে দেয় না। এবার অবশ্য আশ্চর্যজনকভাবে কৌশল বদল করছে অনুব্রত। আগামী ২৫ নভেম্বর দিলীপ ঘোষের সিউড়িতে জনসভা করার অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। এরপরেই বোমা ফাটালেন অনুব্রত মণ্ডল।সরাসরি সরকারি মাঠের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের কৃতিত্ব দাবি করেন অনুব্রত মণ্ডল। রবিবার ইলামবাজারে দলীয় সভা শেষে তিনি বলেন, 'দিলীপ আসার জন্য সিউড়িতে জেলা স্কুল মাঠ দিয়েছি। সব দলের মিটিং করার অধিকার আছে।'

এরপরই বিজেপির মিটিং এর অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুব্রত কৌশল প্রকাশ্যে আসে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, জেলায় বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি কতটা শক্তি অর্জন করেছে তার জল মাপতেই অনুব্রত সুকৌশলেই বিজেপি সভা করায় আপত্তি তোলে নি। উল্টে পরখ করে দেখতে চেয়েছে। তাই অনুব্রত মণ্ডল এদিন বলেন, 'ঐদিন দেখে নেব। কত লোক আনে দেখি। দেখার দরকার আছে।'

এরপরেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বড় গেরস্থ হলে গরুর পাল বড় হয়। ছোট গেরস্থ হলে ১০-২০ টার দল নিয়ে মাঠে যায়।'

এরপরই দিলীপ ঘোষের সভার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অনুব্রত জানিয়ে দেয়,' দেখি কত লোক আনে। পরের দিন আমি দেখিয়ে দেব।' বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষের আগামী ২৫ তারিখ সিউড়িতে সভা প্রসঙ্গে এদিন ইলামবাজারের দ্বিতীয় দফায় বুথ মিটিং শেষে এ কথা বলেন অনুব্রত মণ্ডল।-

বাগদাদে জঙ্গি হামলায় ৬ সেনাকর্মী-সহ ৯ জন নিহত, আইএসআইএস জঙ্গিদের দায়ী করছে ইরাক

বাগদাদ, ২২ নভেম্বর (হি. স) : ইরাকে আচমকা জঙ্গি হামলা ছয় সেনাকর্মী-সহ নয়জন নিহত। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাগদাদের উত্তর দিকে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এই ঘটনার দায় স্বীকার না করলেও ইরাকের দাবি এ কাজ আইএসআইএস জঙ্গিদেরই।

জানা গিয়েছে, শনিবার বাগদাদ শহর থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি জায়গায় গাড়ি করে যাচ্ছিলেন পুলিশ ও হাশেদ আল শাভি নামে ইরাকি সেনার একটি সংস্থার সদস্যরা। তাঁরা যখন ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছন তখন আচমকা রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা একটি বোমা গাড়িতে লেগে ফেটে যায়। এরপরই লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা তাঁদের উপর চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। এর ফলে হাশেদ আল শাভির চার জন সদস্য, ২ জন পুলিশকর্মী ও তিন জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পরে বাকি নিরাপত্তারক্ষীরা জঙ্গিদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করলে তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

এপ্রসঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জোইয়া শহরের মেয়র মহম্মদ জিদানে জানান, আচমকা এই হামলার ফলে হাশেদ আল শাভির ৪ সদস্য-সহ এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। অনেকে জখমও হয়েছেন। তাঁদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখনও পর্যন্ত কেউ এই হামলার দায় স্বীকার না করলেও এটা আইএসআইএস জঙ্গিদের কাজ বলেই আমরা মনে করছি। নিরাপত্তারক্ষীরা হামলাকারীদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছেন। এই ঘটনায় জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

অসমের বিভিন্ন প্রান্তে সড়ক দুর্ঘটনা, হত তিন, আহত সাত

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : অসমে আজ রবিবার সকাল এবং গতকাল রাতে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় মোট তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন সাতজন। আজ সকাল প্রায় ৯.৩০ মিনিটে গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাই এলাকার শ্রীটুক্রেশ্বরী দেবালয়ের সামনে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে মেঘালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী বলেন্দ্র ছেত্রীর। জানা গেছে, এএস ১৮ সি ৯২১১ নম্বরের একটি অটো এবং এএস ১৮ বি ৮১৫৫ নম্বরের অ্যাল্টোর সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন গুরুতরভাবে ভাবে আহত হয়েছে। এদিকে গতকাল রাতে লামডিং-লংকা জাতীয় সড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন একজন। লামডিঙের এস কেকুরি এলাকায় এএস ০২ এবি ৪১৯৫ নম্বরের মাহিন্দ্রা স্করপিও এবং এএস ০১ এডি ৭২৩৯ নম্বরের টাটা সুমোর মুখামুখি সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিকে টাটা সুমুর চালক আব্দুল ওয়াহিদ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। মৃত আব্দুলের ঘর লংকার দক্ষিণ জারনিতে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে মাহিন্দ্রা স্করপিওর আরোহী ভারতীয় জনতা পার্টির হোজাই জেলা পরিষদ সদস্য তথা আইনজীবী রিপু দাস এবং চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। রিপুন দাসকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়কে শনিবার রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহত যুবককে কাকজান সোনারি গ্রামের জনৈক বিক্রম দত্ত বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

রবিবার সকালে টিয়ক থানা সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গতকাল রাতে স্থানীয় মুদৈজান পেট্রোল ডিপোর কাছে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। যোরহাট থেকে শিবসাগরের দিকে যাচ্ছিল ডব্লিউবি ৬৫ সি ৫৬৭৮ নম্বরের পণ্যবোঝাই একটি ট্রাক। কিন্তু একই অভিমুখি নম্বরপ্ল্যাট বিহীন একটি স্কুটি আচমকা ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় স্কুটি আরোহীর।

শ্রমিক সংগঠন আহূত ২৬ নভেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান

শিলচর (অসম), ২২ নভেম্বর (হি.স.) : শিলচরে বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের এক যৌথ সভা আজ রবিবার উকিলপট্টিতে অবস্থিত এআইডিএসও-র জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আগামী ২৬ নভেম্বরের শ্রমিক সংগঠন ও ফেডারেশনগুলো আহূত সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করতে একযোগে কাজ চালিয়ে যেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, দেশের বর্তমান সরকার ছাত্র-যুব সমাজের ভবিষ্যত চরম অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান সরকার রেল, বিমা, ব্যাঙ্ক সহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খণ্ডকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০৯টি রেল লাইন ও ১৫১টি রেলস্টেশন বেসরকারি করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয় সাধারণ মানুষের দুবেলা দুমুঠো পুষ্টিকর খাবার কিনে খাওয়ার মতো অবস্থাও আর থাকছে না। প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, ওষুধপত্র ইত্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৪৫ বছরে দেশে বেকারত্বের হার সর্বাধিক হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতী চাকরি না পেয়ে হতাশায় ভুগছে, অনেকে আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিচ্ছেন। একদিকে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাজ্যে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ না করে সেগুলোকে অকেজো করে তুলছে। তাই সরকারের ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী ২৬ নভেম্বরের ধর্মঘটকে সর্বাত্মক করে তুলতে সেদিন হাট-বাজার, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, যানবাহন বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়।

আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র পক্ষে গৌরচন্দ্র দাস, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, এআইএসএ-র পক্ষে সাহারুল মজুমদার, ডিওয়াইএফআই-এর রাজেশ সরকার ও সারস্বত মালাকার, এআইএসবি-র সামস উদ্দিন, এআইওয়াইএলএর রাজু দেবনাথ, হিল্লোল ভট্টাচার্য, পল্লব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

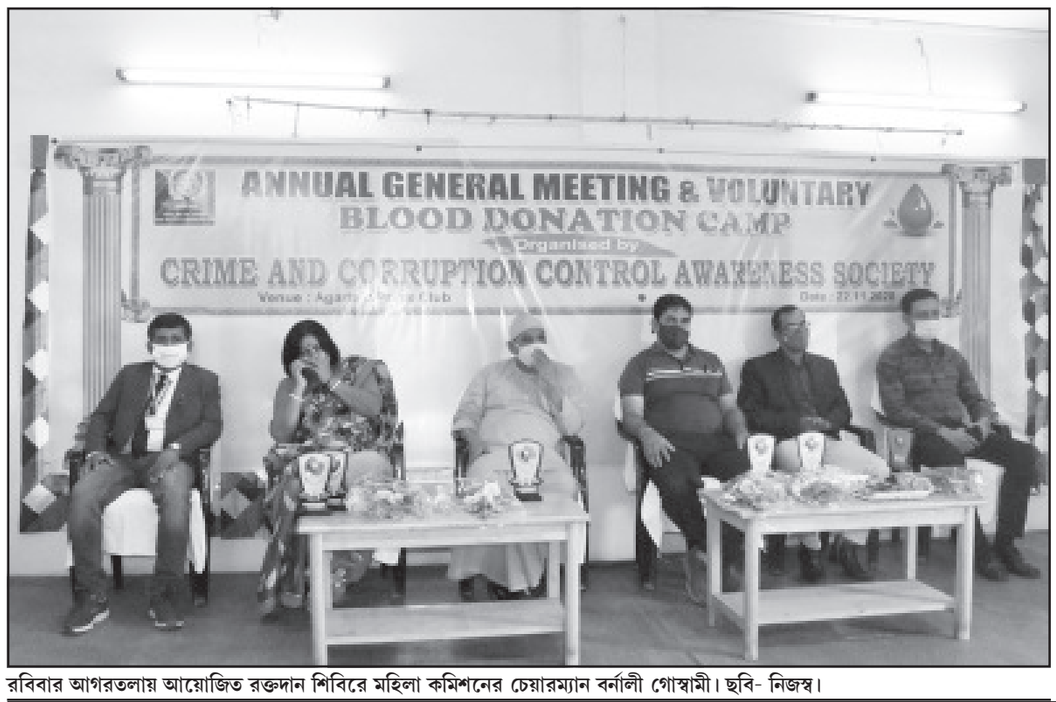

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান বর্নালী গোস্বামী। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অভিনেতা নন, মানুষ

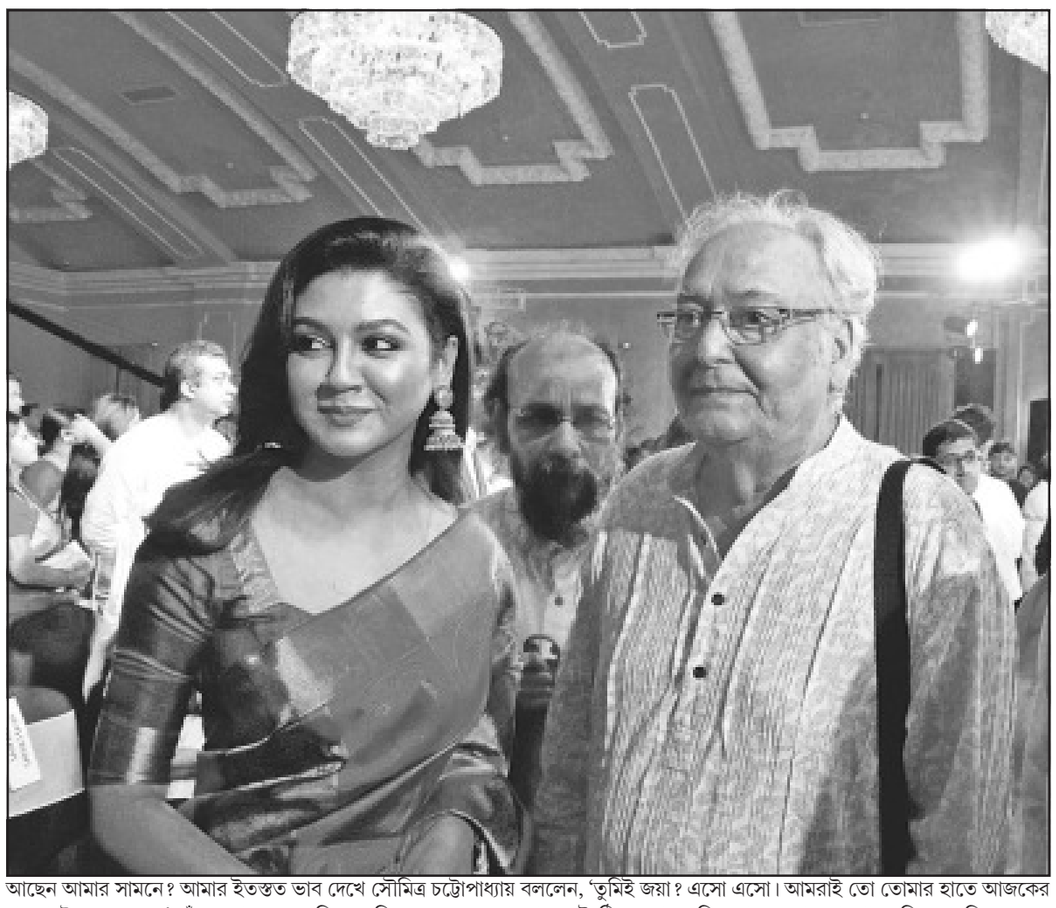

সেরা বাঙালি সম্মাননা অনুষ্ঠানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জয়া আহসান। পেছনে দুজনের মাঝখানে কবি জয় গোস্বামী। কলকাতা, ১২ আগস্ট ২০১৮।সেরা বাঙালি সম্মাননা অনুষ্ঠানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জয়া আহসান। পেছনে দুজনের মাঝখানে কবি জয় গোস্বামী। কলকাতা, ১২ আগস্ট ২০১৮। আমার কাছে সৌমিত্র কাকু। তিনি কত বড় অভিনেতা, তা তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই। পর্দায় তিনি যখন অভিনয়ের গরিমা ঝেড়ে ফেলে চরিত্রের আচরণ ফুটিয়ে তুলছিলেন, এই উপমহাদেশের শিল্পভুবনে সেটা শুধু বিস্ময়কর ঘটনাই ছিল না, ছিল এক নতুন যুগের শুরু। বিশ্বচলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রথম সারিতেই তাঁর স্থান। অমন যে শিখরে ওঠা শিল্পী, মানুষ হিসেবে তাঁর সীমানা ছিল আরও প্রসারিত ও গভীর। মহাসাগরের মতোঅতলান্ত, কিন্তু শান্ত।আমি তাই বলতে বসেছি মানুষ সৌমিত্রেরই গল্প। এ আমার বিরাট দুর্ভাগ্য, তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলাম না। দু—তিনটি ছবির কথা হয়েছিল। কিন্তু ঠিকঠাক একটা কাজের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একটা প্রায় হয়েই গিয়েছিল। কোভিড—১৯ এসে আটকে দিল। এখন তো তিনি নিজেই চলেই গেলেন।আবার আমার এক বিরাট সৌভাগ্যও বলতে হয়। অভিনেতাকে ছাপিয়ে বিরাট এক মানুষ হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় এক পুরস্কার দেওয়ার অনুষ্ঠানে। কোন পুরস্কার, তা ঠিক মনে নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গে আমার অভিনয়পর্বের প্রথম দিকটায়। পুরস্কার দেওয়ার আগে আয়োজকেরা আমাকে নিয়ে গেলেন মঞ্চের পেছনের ঘরটাতে। ঢুকেই দেখি সেখানে বসে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর মাধবী মুখোপাধ্যায়। যাঁদের অভিনয় দেখে শিহরিত হতে হতে আমি বড় হয়েছি, সেই তাঁরাই কিনা বসে আছেন আমার সামনে? আমার ইতস্তত ভাব দেখে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'তুমিই জয়া? এসো এসো। আমরাই তো তোমার হাতে আজকের পুরস্কারটা তুলে দেব।' তাঁর কথা শুনে আমি তো বিমূঢ়। কোনো কথা মাথাতেই ঠিকমতো ঢুকছিল না। দুজনার মাঝখানে গিয়ে আমি বসলাম। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার চিবুক ধরে খুব আন্তরিক স্বরে বললেন, 'তোমার অভিনয়ের এত সুনাম শুনেছি। দেখতে হবে তো।'

এখনো মনে আছে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা শুনে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে এরপরও কতবার যে দেখা হয়েছে। কাজে, অনুষ্ঠানে, শুটিং স্পটে, সাহিত্য উৎসবে। মুখে সেই স্মিত হাসি, কণ্ঠে একই সহজ আন্তরিকতা। কোনো মানুষ যত ওপরে ওঠেন, ততই কি সহজ হয়ে আসেন? কিংবদন্তির সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন আমার সৌমিত্র কাকু। পরবর্তী প্রজন্মের সবার কাছে এটিই তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। আমিও সে বৃত্তে ঢুকে পড়লাম।সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সত্যিকারের প্রজ্ঞাবান। বিচিত্র বিষয় নিয়ে কী সহজে কত গভীর কথা যে বলে যেতেন! বয়সের সীমা টপকে যেতেন অনায়াসে। আর ছিল তাঁর অসাধারণ রসবোধ।এ রকম গুণী মানুষকে কাছে পেলে কি সহজে আর ছাড়া যায়! তাঁর ঝুলিও অজস্র রঙিন গল্পে ঠাসা। কাছে পেলেই পীড়াপীড়ি করতাম তাঁকে, 'ওই ফিল্মের গল্পটা শোনাও না।' 'অমুক পরিচালক তোমাকে দিয়ে কীভাবে কাজ করাত, বলো তো?' এভাবে যেকোনো ভ্রমণপথ আনন্দে ভরে উঠত তাঁর মুখরোচক গল্পে।কোথাও একবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শুটিং শেষ হয়েছে। আমিও কাজ শেষে বাড়ি ফিরব। দীর্ঘ পথ। তিনি গল্প জুড়েছেন। হঠাৎ আবদার করে বললাম, 'একটা কবিতা আবৃত্তি শোনাবে?' আমাকে অবাক করে দিয়ে সত্যিই সত্যিই আবৃত্তি করতে শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও'। যখন পড়লেন, 'মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম', মনে হলো যেন মরুভূমির লু হাওয়া পেরিয়ে এসে জলপ্রপাতের প্রশান্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার আবৃত্তির সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা আমার মনে চিরস্থায়ী দাগ কেটে রইল।সেদিন বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে বললাম, 'তোমাকে নামিয়ে দিয়ে এসে তবে আমি ফিরব।' তাঁকেই আগে নামিয়ে তারপর বাড়ি ফিরব, সেটাই তো সংগত। কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলে কথা। তিনি বললেন, 'এটা হতেই পারে না। অনেক রাত। তুমি একা একা কী করে ফিরবে?' এই বলে আগে তিনি আমাকে আমার যোধপুর পার্কের বাড়িতে নামালেন। তারপর নিজে ফিরলেন বাড়িতে।সেই সজীব আর প্রাণবন্ত মানুষটি চলে গেলেন। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। কলকাতায় থাকলে হয়তো তাঁকে শেষ দেখাটা দেখতে যেতাম। আবার দেখিনি যে, সেটাও হয়তো একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। তাঁর স্মিত হাসিমাখা চেহারাটাই আমার মনে অক্ষয় হয়ে বেঁচে আছে। হাসিতে উজ্জ্বল সেই মুখটির চারপাশে আমার মনে এখনো উড়ে বেড়াচ্ছে হাজারো প্রজাপতির মতো কত না রঙের গল্প।

মেসে বাবুর্চির কাজ করে হাতখরচ চালাতেন কার্তিক

এক দশক আগের কথা। বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান তখন মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দুই ঘণ্টা ট্রেনে চড়ে অডিশন দিয়ে বেড়ান। ১২ জনের সঙ্গে একটা বাসা ভাড়া করে থাকেন। সবার জন্য রান্না করে দিতেন কার্তিক। তাতে যে আয় হতো, তা দিয়ে হাতখরচ চলে যেত এই বলিউড তারকার। সে রকমই একদিন গেলেন শাহরুখ খানের বাড়িতে, মান্নাতের সামনে, হাজারো ভক্তের ভিড়ে।সেদিন ভাগ্য ভালো ছিল কার্তিকের। বারান্দায় এসেছিলেন শাহরুখ। দাঁড়িয়ে হাত নেড়েছিলেন। অবশ্য কার্তিকের ভাষায়, শাহরুখের সঙ্গে 'আই কন্টাক্ট' হয়েছিল তাঁর। আর পরের বেশ কয়েক বছর ধরে কার্তিক এই গল্প করে বেড়িয়েছেন যে শাহরুখের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়েছে। সেই শাহরুখ এবার কার্তিকের জন্য সিনেমা প্রযোজনা করতে যাচ্ছেন। শাহরুখের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের পরের ছবি পরিচালনা করবেন পরিচালক অজয় বহেল। কমেডি ধারার এই সিনেমার জন্য পরিচালক ও প্রযোজক দুজনেরই প্রথম পছন্দ ছিল কার্তিক আরিয়ান। আর কার্তিকও হাসিমুখে সম্মতি জানিয়েছেন। এমনটাই নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলিউড হাঙ্গামা।নিজের সংগ্রাম আর ক্যারিয়ার নিয়ে কার্তিক বিবিসি এশিয়া নেটওয়ার্ককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি রাতারাতি বলিউড অভিনেতা হয়ে যাইনি। তিন বছর শুধু টানা অডিশন দিয়ে গেছি। প্রথম ছবি "পেয়ার কা পাঞ্চনামা"র অডিশন দেওয়ার ছয় মাস পর আমাকে ছবিতে চুক্তিবদ্ধ করা হয়। তবে "সোনু কে টিটো কি সুইটি" ছবির সফলতার পর বলিউডে আমার অবস্থান একটু শক্ত হয়। "লুকা ছুপি" এবং "পতি পত্নী অউর ও"এই দুই সিনেমার পর আমি বলতে পারি আমিও বলিউড তারকা।

এক দশক লেগেছে বিশ্বের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতামূলক ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিষ্ঠিত হতে। এখন আমি বলতে পারি, বলিউডের ছবি করে আমার নিজের বাড়ি হয়েছে, বিএমডব্লিউ গাড়ি হয়েছে, আমি নিয়মিত ছবির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছি।'হাতে চার-চারটি সিনেমা নিয়ে ক্যারিয়ারের ব্যস্ততম সময় পার করছেন কার্তিক। তাঁকে দেখা যাবে রাম মধুবাণীর পরের ছবিতে, আনিস বাজমির 'ভোল ভুলাইয়া টু' এবং করণ জোহরের 'দোস্তানা টু' ছবিতে। আর শাহরুখের ছবি তো আছেই।এক সাক্ষাৎকারে কার্তিক বলেন, 'আগে অডিশনের দিনগুলোতে লোকে বলত, "যাও, তুমি এই চরিত্রের জন্য ফিট না।" এটা আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে দিত। একজন জনপ্রিয় কাস্টিং পরিচালক আমাকে বলেছিলেন, "তোমাকে দিয়ে হবে না। সিনেমা কেন, সিরিয়াল বা টিভি বিজ্ঞাপনও হবে না।"

তিনিই কিছুদিন আগে আমাকে ফোন করে তাঁর ওই মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আর শুভকামনা জানিয়েছেন।' তবে সফলতা, ব্যর্থতা কোনো কিছুই তাঁকে বদলাতে পারেনি। তিনি বলেন, 'আমার মা-বাবা আমাকে বিনয়ী হতে শিখিয়েছেন। তারপরই আমি একজন সফল অভিনয়শিল্পী। আমার আশপাশে তেমন "ইয়েস ম্যান"দের জায়গা নেই। তাই আমার পা সব সময় মাটিতে থাকে। মানুষ আমার কাজ পছন্দ করছেন, তাতে একটু নিশ্চিত হচ্ছি। প্রযোজকেরা কাজ দিচ্ছেন, তাতে স্বস্তি হচ্ছে। আমি কেবল ভালো কাজ করে যেতে চাই।'

মেহেদির বর্ণিল নকশায়

হাতের জন্য আদর্শ মানডালা নকশা।ছোটদের হাতে প্রাকৃতিক মেহেদি দেওয়াই ভালো। নকশা হিসেবে বেছে নিতে হবে বড় আকারের ফুল বা মানডালা নকশা। সঙ্গে ঈদের আমেজ আনতে চাঁদ—তারা আঁকা যেতে পারে।

গাঢ় লাল রঙের জন্য মেহেদি রাতে দেওয়াই ভালো। তবে দিনের বেলা দিলে অবশ্যই ২৪ ঘণ্টা পানি ধরা যাবে না। টিউব মেহেদি দেওয়ার পর শুকিয়ে এলে লেবু ও চিনি পানি দিলে গাঢ় লাল রং পাওয়া যাবে।

হাতজুড়ে মেহেদি না পরলে ঈদের আনন্দ যেন পূর্ণতা পায় না। এবার ঈদে ঘরে থেকেই মেহেদি পরার ছোট আয়োজন করতে পারেন। প্রতিবছর মেহেদির নকশায় দেখা যায় ভরাট কারুকাজ। তবে এবার নকশা হবে একেবারেই হালকা। ঘরে বসে মেহেদি পরা হবে তাই কারুকাজও বাছাই করতে হবে তেমন। ইউটিউবে সহজ কিছু নকশা দেখেই মেহেদি পরা যাবে। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মানলে রংও হবে গাঢ়, বললেন মেহেদি বাই আফসানার নকশাবিদ আফসানা আফরোজ।

মেহেদির বিভিন্ন নকশার মধ্যে কিছু হালকা নকশাও রয়েছে। মানডালা এমনই একটি নকশা। যা খুবই পরিচিতি ও পুরোনো। হাতে তালুতে বা হাতের ওপরে গোল আকৃতির এই নকশা করা যাবে। আঙুলে থাকতে পারে হালকা কারুকাজ। আবার চাইলে লতা আকারেও পরা যাবে মানডালা নকশা। এ ছাড়া রয়েছে অনেক ধরনের স্টিক বা লতা নকশা। এ ধরনের নকশা সাধারণত লতার মতো করে এক আঙুলে পরা হয়। তবে একটু ভরাট চাইলে দুই বা তিন আঙুলে অনায়াসেই পরা যায়। হালকা ধরনের মেহেদি নকশা হলো গোলফ হেনা। এ ধরনের নকশায় হাতের কিছু কিছু জায়গায় নকশা করা হয়। যাঁদের হাত একটু গোল বা ভরাট তাঁরা এই নকশা পরতে পারবেন সহজেই।সব হাতে সব ধরনের নকশা মানাবে না। সরু হাতে একটু ভরাট নকশাই ভালো লাগে আর ভারী হাতের জন্য গোলফ হেনা মানানসই। যদি ভরাট নকশা করতে হয় সে ক্ষেত্রে চিকন ও মোটাদুই ধরনের লাইন ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে হাত আরও চওড়া লাগবে। লম্বা

৫৮টি দৃশ্য কাটার পরও নিষিদ্ধ

২০১৯ সালে বিশ্ব চলচ্চিত্রে তোলপাড় করা সিনেমার নাম জোকার। ঝুলিভরা প্রশংসা, সমালোচনা, বিতর্ক আর পুরস্কার নিয়ে সারা বছর আলোচনায় ছিল ছবিটি। ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে বানানো একটা ছবি বক্স অফিসে কত টাকা তুলে আনতে পারে? কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিলেও হয়তো আন্দাজ করা যায় না। জোকার—এর আয় ছাড়িয়েছে সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা। যদিও চলচ্চিত্রের বড় বাজার চীনসহ বেশ কয়েকটি দেশে ছবিটি ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। এবার জোকার নিষিদ্ধ হলো ভারতের ছোট পর্দায়। টেলিভিশনে কিছুতেই ছবিটি দেখানোর অনুমতি মিলল না।

ভারতের বড় পর্দায় মুক্তির জন্য ছবিটিকে 'ইউ' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১৮ বছরের কম বয়সীদের ছবিটি দেখার অনুমতি নেই। কিন্তু টেলিভিশনে দেখানোর জন্য অনুমতি মেলেনি। 'ভায়োলেন্স' আছে এমন ৫৮টি দৃশ্য ছেঁটে ফেলে পুনরায় ছবিটি জমা দেওয়া হয়েছিল সেন্সর সার্টিফিকেটের জন্য। কিন্তু ফল বদলায়নি। টুইটারে এ কথা শেয়ার করেছেন ভারতীয় সাংবাদিক উৎকর্ষ আনন্দ। সেখানে বলা হয়েছে, '৫৮টি দৃশ্য কেটে ফেলার পরও এই সিনেমা শিশুমনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ছবির অ্যান্টিহিরো (জোকার) যেভাবে হিংসাকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে, তা ১৮ বছরের কম বয়সীদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। এই ছবি তাদের রক্তপাতের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত আছে। টেলিভিশনে ছবিটি দেখানো যাবে না।'তবে এ সিদ্ধান্ত অনেকেরই ভালো লাগেনি। এক জোকারভক্ত লিখেছেন, 'কেন?

চটজলদি ফেসিয়াল

এবারের ঈদের সবকিছুই আলাদা। পরিবারের সঙ্গেই কাটবে মুহূর্তগুলো। এটাই সবচেয়ে বড় উপহার চলতি সময়ে। সাধারণত রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে সৌন্দর্যচর্চাকেন্দ্রগুলোতে ভিড় থাকত বেশ। এ চিত্র এবার নেই বললেই চলে। ঈদের বাহানায় না হলেও নিজের জন্য ত্বকের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন রূপবিশেষজ্ঞরা। বাড়িতে রাত-দিন কাটালেও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়ছে। হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে ত্বকের যত্ন, এমনকি ফেসিয়াল করে ফেলা যায়। সেই নিয়ম জানালেন রূপবিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন।

তৈলাক্ত ত্বক থেকে তেল সরানো, লোমকূপের কোষ পরিষ্কার করা, নিস্তেজ ভাব দূর করার মতো কাজে সহায়তা করবে ফেসিয়াল। যেকোনো একটা ময়েশ্চারাইজার ক্রিম দিয়ে খুব ভালো করে মুখ মালিশ করে নিতে হবে দুবার। দুবারই পাঁচ মিনিট ধরে মালিশ করতে হবে। ১০ মিনিট পরে ঠান্ডা পানিতে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে মুখের ত্বক মুছে ফেলুন।

এরপর পালা স্ক্রাবিংয়ের। সুজি না থাকলে চাল ভিজিয়ে আধাভাঙা করে সুজির মতো বানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন আফরোজা পারভীন।

এর সঙ্গে শসার রস, টক দই মিলিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট মালিশ করে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ মুছে ফেলতে হবে। এবার প্যাকের ব্যবহার। ফ্রিজে যেসব সবজি বা ফল থাকে, সেসবই প্যাক হিসেবে দারুণ কাজ করে। মসুরের ডালের পেস্ট, কমলার রস বাড়িতে থাকা খানিকটা উপটান মেলানো প্যাক ১৫ মিনিটের জন্য চেহারার সঙ্গী হয়ে যাক। ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম বা তেল দিয়ে

মালিশের কাজটি সহজেই করা যাবে। নারকেল তেল বা বেবি অয়েল দিয়েও কাজটি করতে পারেন। পাঁচ মিনিট মালিশ করার পর আবার পাঁচ মিনিট মালিশ করুন। কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

একই নিয়মে স্ক্রাবার বানিয়ে নিতে পারেন। আধাভাঙা চালের সঙ্গে মিলিয়ে নিন টমেটোর রস, সঙ্গে টক দই। দুই-তিন মিনিট মালিশ করে ধুয়ে ফেলুন কুসুম গরম পানি দিয়ে।

এবার আসি প্যাক বানানোর ক্ষেত্রে। পাকা কলা, দুধের সরসহ অল্প দুধ ও পাকা পেঁপে ব্লেন্ড করে এক চামচ ময়দাও ব্যবহার করা যায়। পুরোটা মিশিয়ে মুখে ব্যবহার করতে পারেন। ১৫ মিনিট পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

তেল অথবা ময়েশ্চারাইরিং ক্রিম দিয়ে প্রথমে মালিশ করে নিতে পারেন পাঁচ মিনিট করে দুবার। চালের গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া এবং টক দই মিশিয়ে স্ক্রাবার বানিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট মালিশ করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ময়দা, কাঁচা দুধ ও ডিমের সাদা অংশ ভালোভাবে মিশিয়ে চেহারায় লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের সংবেদনশীলতাও কমে যাবে, ত্বকও ভালো থাকবে।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত সাধারণ ধর্মঘট সমর্থনে অনুষ্ঠানে মানিক দে। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জে সম্পন্ন এসআই পরীক্ষা দুই কেন্দ্রে মোট প্রার্থী ৮৪১ জন

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ নভেম্বর (হি.স.) : গোটা অসমের সঙ্গে সংগতি রেখে কড়া পুলিশি নজরদারিতে করিমগঞ্জেও আজ রবিবার সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য পুলিশ বিভাগের এসআই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জের দুটি কেন্দ্রে ব্যাপক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই গোটা শহরকে নিরাপত্তার চাদরে মোড়ে দেওয়া হয়। শহরের রাজপথে একপ্রকার অঘোষিত কারফিউ জারি করা হয়েছিল আজ।

করিমগঞ্জ শহরে দুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজ এবং করিমগঞ্জ কলেজ, এই দুটি কেন্দ্রে এসআই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে সকাল থেকে দুটি জোনে পুলিশ ব্যারিকেড বসায়। এসবিআই-এর করিমগঞ্জ শাখার সামনে থেকে স্টিমারঘাট পয়েন্ট পর্যন্ত এবং অপরটি ছন্তরবাজার পয়েন্ট থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পয়েন্ট পর্যন্ত কোনও ধরনের যানবহন চলাচল করতে দেওয়া হয়নি। এমন-কি পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে সাধারণ জনতাকেও ভিড়তে দেওয়া হয়নি। রবিবার দুটি পরীক্ষা কেন্দ্রে রাজ্য পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, হোমগার্ড এবং ট্রাফিক পুলিশ দিয়ে মোড়ে দেওয়া হয়।

করিমগঞ্জের দুটি এসআই পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৪১। এর মধ্যে করিমগঞ্জ কলেজে ৪৯১ এবং রবীন্দ্র সদন কলেজে ৩৫০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেন। করিমগঞ্জে পুলিশের এসআই পরীক্ষার জন্য এত কড়াকড়ির কারণ নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। আসলে এর আগে এসআই পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র ফাঁসজনিত কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়েছিল, তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই করিমগঞ্জ। করিমগঞ্জের প্রাক্তন পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ এই কেলেঙ্কারির নাকি মূল খলনায়ক। এর জন্য রাজ্যে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে এই অপরাধের জন্য প্রাক্তন পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণকে জেলে যেতে হয়েছে।এদিকে পুলিশের এসআই পরীক্ষা নিয়ে শহরে প্রচণ্ড ট্রাফিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল আজ।শহরের জনগণকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে পড়ে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।

বিধায়ক ইমানুয়েল মুশাহারিকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপিতে যোগদান সদ্যপ্রাক্তন সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারির

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : আনুষ্ঠানিকভাবে বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর হাইপ্রফাইল নেতা তথা সদ্যপ্রাক্তন সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারি। রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সরকারি আবাসনে বিপিএফ ত্যাগী রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারি বিধায়ক ইমানুয়েল মুশাহারিকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তাঁদের দুজনকে গলায় ফুলাম গামোছা এবং দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে দলে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন দলের অসম প্রদেশ মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী, সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

যোগদান পর্বের পর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বড়ো জনগোষ্ঠীর প্রভাবশালী দুই নেতার বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় দল আরও মজবুত হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। তাঁরা বিজেপির আদর্শ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ ও সব-কা বিশ্বাস নীতিতে প্রভাবিত হয়ে সকলের কল্যাণে দলে এসেছেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে বিজেপিতে যোগ দিয়েই বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এ (নতুন নাম বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন বা বিটিআর) এবার জনসাধারণ পরিবর্তন আনবেন বলে দাবি করেছেন প্রভাবশালী বড়ো নেতা দৈমারি। তিনি বলেন, এবার বিটিসি-তে বিজেপিই সরকার গঠন করবে। সকল জাতি, ধর্ম, জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে সকলের সমউন্নয়নে বিজেপি কাজ করে যাবে বলে জানান নবাগত বিজেপি সদস্য বিশ্বজিৎ দৈমারি। বিপিএফ-এর বহু শীর্ষ নেতা খুব শীঘ্র বিজেপিতে যোগদান করবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন বিশ্বজিৎ দৈমারি।

প্রসঙ্গত গতকাল রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দৈমারি। দিন-চারেক আগে বিপিএফ-এর সঙ্গ ছেড়ে দল থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। তখন থেকেই বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। বিপিএফ-এর কার্যনির্বাহী সভাপতি ছিলেন বিশ্বজিৎ। এদিকে গত জুন মাসে বিপিএফ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তামুলপুরের বিধায়ক ইমানুয়েল মুশাহারি। তিনি বিপিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিপিএফ থেকে ইমানুয়েল এবং বিশ্বজিতের পদত্যাগ দলের কাছে বড় আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে।

লক্ষ্য ২০২৪! ১২০ দিনে গোটা দেশ সফর করবেন বিজেপি সভাপতি

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি. স.): লক্ষ্য ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। ২০১৯ থেকেও ভালো ফল করে দেখাতে মরিয়া বিজেপি। তার প্রস্তুতি এবছর থেকে শুরু করে দেবে গেরুয়া শিবির। সেই প্রস্তুতির প্রথম ধাপ হিসেবে চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে ১২০ দিনের গোটা ভারত সফরে বের হবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার দিল্লিতে দলের সদর কার্যালয় এ কথা জানিয়েছেন বিজেপি জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং।

রবিবার অরুণ সিং জানিয়েছেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এই একশ কুড়ি দিনে প্রতিটা রাজ্যে যাবেন। প্রতিটা রাজ্যে তিনি ১১ থেকে ১৪টি বৈঠক বা সমাবেশ করবেন। দলের তৃণমূল স্তরের নেতৃবৃন্দকে উজ্জীবিত করার জন্য বুথ, মন্ডল এবং জেলা স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন। এই সফরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে সেইসব লোকসভা কেন্দ্রগুলিকে যেখানে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি হেরেছিল। পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে দলকে ভাল ফল এনে দিতে বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে জেলা স্তরের সংযোগ আরও সুদৃঢ় করতে এই পদক্ষেপ। অরুণ সিং আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার যে জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে তারও বিস্তারে প্রচার করবেন সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। এই সফরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে মিলিত হবেন বিজেপি সভাপতি। জেলার নেতৃবৃন্দকে বিজেপির সভাপতির সামনে রণকৌশলের নকশা প্রস্তুত করে দেখাতে হবে।

গ্রামীণ জলপ্রকল্প আত্মনির্ভর গ্রামের অভিযানকে শক্তি যোগাবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি. স.): গ্রামীণ জলপ্রকল্পগুলি মহিলাদের জীবনকে সহজতর করতে এবং গরিবদের স্বাস্থ্যকে উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আত্মনির্ভর গ্রাম ও ভারতের অভিযানকে শক্তি যুগিয়েছে এই প্রকল্পগুলি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর এবং সোনভদ্র জেলায় গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জলপ্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের মা ও বোনদের জীবন আরও সহজতর হয়ে উঠেছে। গরিব মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি ক্ষেত্রেও এই প্রকল্প বিশেষ অবদান রেখেছে। নোংরা জল থেকে যে রোগ হত সেগুলো এখন আর হচ্ছে না। বিন্ধ্যাচলে পাইপের মাধ্যমে যখন জল সরবরাহ হবে তখন স্থানীয় শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ দ্রুততার সঙ্গে ত্বরান্বিত হবে। গ্রামীণ ভারতে জল সরবরাহ প্রকল্প না থাকার কারণে অনেক সময় মহিলা এবং শিশুদের কয়েক কিলোমিটার হেঁটে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়।

গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের ভূমিকা অপরিসীম সেদিকে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আদিবাসীরা নিজস্ব শৈলীতে জীবনযাপন করে। অন্যান্য জায়গায় যেরকম বাড়ি বানানো হয় তেমন ধরনের বাড়ি তাদের চলবে না। ফলে বাড়ি তৈরীর ক্ষেত্রে তাদের বাছাই করার সুযোগ দেওয়া হয়। গ্রামের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা মেনে কাজ করার জন্য যখন স্থানীয়দের স্বাধীনতা দেওয়া হবে তখনই গ্রামবাসীদের মনে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। একটা সময় এখানে বিদ্যুতের অভাব বড় আকার ধারণ করেছিল। এখন সৌর বিদ্যুতের আসার ফলে সেই অভাব পূরণ হয়েছে। মির্জাপুর সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে। দেশের বিভিন্ন কোণে বসবাসকারী প্রতিটা নাগরিকের জন্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস মন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। বনজ সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে স্থান দখলে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে ডিমা হাসাও জেলায়, বলেছেন শঙ্করশুভ্র

হাফলং (অসম), ২২ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে ডিমা হাসাও জেলা, দাবি করেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্যটন আঞ্চলিক পরিচালক শঙ্করশুভ্র দেববর্মা। অতুল্য ভারতের অধীনে ডিমা হাসাও জেলায় পর্যটনের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে দুদিনের সফরে জেলা সদর হাফলং এসেছেন পর্যটন বিভাগের উত্তর পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক শঙ্করশুভ্র।

রবিবার হাফলঙের এক হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে শঙ্করশুভ্র দেববর্মা বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ডিমা হাসাও জেলায় পর্যটন শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এই পাহাড়ি জেলা সদর হাফলং অতি সুন্দর মনোরম। প্রকৃতি যেন ঢেলে সাজিয়েছে এই শৈলশহরকে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুইজ্যারল্যান্ড হিসেবে খ্যাত ডিমা হাসাও জেলা একদিন বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলতে যেমন পরিকাঠামো ব্যবস্থা জরুরি ঠিক সেভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নও জরুরি। সঙ্গে হোটেল ব্যবস্থা ও হোম স্টে-র ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। তাছাড়া বেশি গুরুত্ব দিতে হবে স্বচ্ছতার ওপর।

সাংবাদিকদের এক জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হলেও পর্যটন শিল্পে তার তেমন প্রভাব পড়বে না বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, কারণ বহু পর্যটক অ্যাডভেঞ্চারকে পছন্দ করেন যা তিনি নিজেই অনেকবার অনুভব করেছেন। শঙ্করশুভ্র দেববার্মা হাফলং শহরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ডিমা হাসাও জেলা পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নত হলে স্থানীয় মানুষের রোজগার বাড়বে। তাই ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে পর্যটন দফতর এবং সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলতে এবং অসমের এই অন্যতম পাহাড়ি জেলাকে পর্যটনের ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে তিনি হাফলং এসেছেন বলে জানান শঙ্করশুভ্র দেববর্মা। রবিবার তিনি জাটিঙ্গা সহ এথনিক ভিলেজ ও হাফলঙের আশপাশ এলাকার পর্যটন স্থলগুলি পরিদর্শন করেছেন।

ফের ভূমিকম্প, কেঁপেছে নাগাল্যান্ড সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল। রবিবার সকালে উত্তরপূর্বের নাগাল্যান্ড ও সংলগ্ন রাজ্য কেঁপে উঠেছে ভূমিকম্পে। তবে এতে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আজ রবিবার সকাল ৮:২৯ মিনিটে ৪.৫ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্পে নাগাল্যান্ড ও তার পার্শবর্তী অঞ্চল কেঁপেছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির তথ্য, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা থেকে প্রায় ৮৮ কিলোমিটার দূরে তুয়েংসাঙের নিকটবর্তী এলাকায় ভূগর্ভের ২৩ কিলোমিটার গভীরে। ইউরোপীয়ান-ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পবিদ্যার সেন্টার আরও জানিয়েছে ভূমিকম্পটির প্রকৃত অভিকেন্দ্র তুয়েংসাং থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।

ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা, তুয়েংসাং, মককচাং, জুনহেবোতো, ওয়াখা এবং উজান অসমের মরিয়নি, যোরহাট, শিবসাগর ইত্যাদি সংলগ্ন অঞ্চল।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ক্রমাগত ভূমিকম্প হচ্ছে। অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুরে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়েছে। গত ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫৬ বার ভূমিকম্প হয়েছে।

তিন বছরের শিশু সহ গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু

মুরারই, ২২ নভেম্বর (হি.স.): তিন বছরের শিশু সহ গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য বীরভূমের মুরারই থানার রাজগ্রাম রেলওয়ে গেটের কাছে। মৃত গৃহবধূর নাম তামান্না খাতুন (২)। গৃহবধূর শ্বশুর বাড়ি রাজগ্রামের কাছে আম্ভুয়া গ্রামে। তাঁর বাপের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত কেন্দুয়া গ্রামে।

মাত্র তিন বছরের শিশু সহ রেল লাইন পারাপারের সময় দুজনেই মালগাড়িতে কাটা পড়েন তিনি। তাঁর মৃতদেহ রাজগ্রাম রেলওয়ে গেটের কাছে পাওয়া গেলেও, শিশুর মৃতদেহ ইঞ্জিনের হ্যাঙ্গারে আঁটকে যাওয়ার পর বাঁশলৈ ব্রীজের কাছে পড়ে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ। জানা গেছে, মৃতার স্বামী বাইরে কাজ করেন। তবে, এই মৃত্যু আত্মহত্যা কিনা সেব্যাপারে ধোঁয়াশা আছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

গরু নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সমিতি গঠন করবে মধ্যপ্রদেশ সরকার : শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ২২ নভেম্বর (হি. স.): গরুদের সুরক্ষা এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ সমিতি গঠন করবে বলে রবিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যে সকল মন্ত্রীরা পশু বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরকে নিয়েই মন্ত্রিপরিষদ সমিতি গঠন করা হবে। এতে থাকবে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। গবাদি পশু বিষয়ক দফতরের একার পক্ষে গোটা বিষয়টি দেখার সম্ভব হচ্ছে না, তাই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ভোপালে, ''কাউ ক্যাবিনেট'' বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গরুদের সুরক্ষা এবং বিকাশের জন্য গৌ সেবা কর বসানোর চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। গরু রক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জনগণের এগিয়ে আসা উচিত বলেও মনে করেন তিনি। এদিন সকালে নিজের বাসভবনে '' গোপাষ্টমী '' উদযাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যটনের রাজনীতি করেন রাহুল গান্ধী, কটাক্ষ শাহনাওয়াজ হোসেনের

শ্রীনগর, ২২ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন ও গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেসের। মূলত কংগ্রেসের জন্যই বিহারে এনডিএ জোটের কাছে হারতে হয়েছে আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোটের। কংগ্রেসের এই ভরাডুবির জন্য রাহুল গান্ধীকে দায়ী করেছেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা শানওয়াজ হোসেন। নির্বাচনে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নিয়ে আর ভাবিত নয় কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী শুধুমাত্র '' পর্যটন রাজনীতি '' করে চলেছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরের জেলা পরিষদের নির্বাচনে উপত্যকায় রয়েছেন শানওয়াজ হোসেন। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, '' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উন্নয়নের পথে জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দারা শরিক হন। কেন্দ্রে বিজেপি রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে থাকবে। কারণ রাহুল গান্ধী শুধুমাত্র পর্যটন রাজনীতি করে চলেছে। বিহারের দুইদিন নির্বাচনের জন্য থাকার পরে ছুটি কাটাতে সিমলা গিয়েছেন রাহুল।''

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণের ধারা বজায় রেখে তিনি আরও বলেন, ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্রে থাকার পরেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও কাজই করেনি কংগ্রেস।

শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি কোন কাজ না করে যদি এত দীর্ঘ সময় কেন্দ্রে থাকতে পারে। তবে বিজেপিও দেশের জন্য কাজ করে কেন্দ্রে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকবে। পর্যটনসহ উপত্যকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী। উপত্যকায় ডিস্ট্রিক্ট ডেভলপমেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন উন্নয়নকেই হাতিয়ার করে লড়তে চায় বিজেপি। বিহারে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে। একইভাবে জম্মু-কাশ্মীরেও আগামী দিনে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকবে।

উপত্যকার পড়ুয়ারা সেরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাবে। প্রতিটা গ্রামকে সড়কপথের সংযোগ করা হবে।

গুপকর গোষ্ঠী প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে এক হাত নিয়ে শাহনওয়াজ বলেন, গুপকর গোষ্ঠী নিয়ে কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দিয়েছেন অমিত শাহ। গোপনে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল কংগ্রেস। সমস্ত কিছু প্রকাশ্যে চলে আসার পর দায় ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। ভয় পেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে কংগ্রেস। এর জবাব দিহি তাদের করতে হবে।

অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের আশু আরোগ্য কামনা মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, জুবিন সহ বহুজনের

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সংকটজনক অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের আশু আরোগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গ সহ বহুজন।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতর সূত্রের খবর, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান রাজনীতিক তরুণ গগৈয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ করে রোগীর স্বাস্থ্যের খবরাদি নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছেন।

এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈয়ের খোঁজখবর নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলেছেন। গতকাল সন্ধ্যা এবং রাতে জিএমসিএইচ-এ গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এছাড়া আজ তিনি তামুলপুরে বাথান মন্দিরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আশু আরোগ্য কামনা করে পুজো দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

গতকাল রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ হাসপাতালে গিয়ে রোগীর খোঁজখবর নিয়েছেন অসমের যুবপ্রজন্মের হার্টথ্রব সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গ। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন বলেছেন, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝতে পেরেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। এখন কেবল মিরাকলই তাঁর জীবন রক্ষা করতে পারে। যদি কোনও সাংঘাতিক অলৌকিক শক্তি তাঁকে সহায় না করে তা-হলে অসমের বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই তিনিও ঈশ্বরের কাছে স্যারের (তরুণ গগৈ) আশু আরোগ্য কামনা করেছেন।

এদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক তরুণ গগৈয়ের নির্বাচন ক্ষেত্র তিতাবরে তাঁর আরোগ্য কামনায় আজ সর্বধর্ম প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া জিএমসিএইচ চত্বরে তাঁর গুণগ্রাহীরা প্রদীপ প্রজ্বলন করে এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তোখড় রাজনীতিক তরুণ গগৈয়ের আরোগ্য কামনা করে মন্দির-মঠ, নামঘর, মসজিদ, মোকামে প্রার্থনা করছেন তাঁর অনুগামীরা। অন্যদিকে হাসপাতালে আজ সারাদিন অসংখ্য দলীয় এবং অরাজনৈতিক শুভাকাঙ্ক্ষী গিয়ে তাঁদের নেতা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়ে তিনি যাতে শীঘ্র সুস্থ হয়ে ওঠেন সেই কামনা করেছেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাতেই দিল্লি থেকে এসেছেন তরুণ গগৈয়ের সাংসদ-পুত্র গৌরব গগৈ ও তাঁর পত্নী এলিজাবেথ কলবার্ণ, আজ আমেরিকা থেকে এসে পৌঁছেছেন তাঁর কন্যা চন্দ্রিমা গগৈ ও জামাতা।

অসম : টিয়কে সড়ক দুর্ঘটনা, হত স্কুটি আরোহী

টিয়ক (অসম), ২২ নভেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়কে শনিবার রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহত যুবককে কাকজান সোনারি গ্রামের জনৈক বিক্রম দত্ত বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

রবিবার সকালে টিয়ক থানা সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গতকাল রাতে স্থানীয় মুদৈজান পেট্রোল ডিপোর কাছে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। যোরহাট থেকে শিবসাগরের দিকে যাচ্ছিল ডব্লিউবি

ছয়ের পাতায়

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা। ছবি- নিজস্ব।

কে দিদিকে কে ভাইপো সবাই জানে, ঠিক সময়ে নাম সামনে আসবে, তৃণমূলকে পাল্টা দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি স): ভাইপো ইস্যুতে বর্তমানে তুঙ্গে রাজ্য রাজনীতি। শনিবার বিজেপির এক কর্মসূচি থেকে ”তৃণমূলের চাবিকাঠি এখন ভাইপোর হাতে” বলে তোপ দাগেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। এরপরেই রবিবার তৃণমূল ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ”ভাইপো না বলেন নাম উচ্চারণ করুন” কড়া হুঁশিয়ারি তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। আর এরপরেই ”কে দিদিকে কে ভাইপো সবাই জানে, ঠিক সময়ে নাম সামনে আসবে” বলে তৃণমূলকে পাল্টা রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এদিন ভাইপো ইস্যুতে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কুণাল ঘোষে বলেন, ” তৃণমূলের যুব নেতা কে? নিশানা করে মিথ্যাচার করেছেন। বিজেপি ভয় পাচ্ছে বলেই যুবনেতাকে আক্রমণ করছে। যদি হিম্মত থাকে কে ভাইপো নাম বলুন”। আর এরপরেই পাল্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হন দিলীপ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, ” কে দিদি, কে ভাইপো, সকলেই জানে। এনিয়ে আলাদা করে বলার নেই। আর নাম যখন বলার সময় আসবে, তখন ঠিক বলে দেওয়া হবে নাম। বিজেপি কাউকে ভয় পায় না। পেলে ১৮ আসন পেত না”।

প্রসঙ্গত,শনিবারই রামনগরে বিজেপির কর্মসূচিতে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, ”তৃণমূলের চাবিকাঠি এখন ভাইপোর হাতে। সেই ভাইপো আজ কী করছে? গরু পাচার, কয়লা চুরি, বাংলাদেশে চোরাচালানের টাকা কোটি কোটি টাকা এখন সরাসরি ভাইপোর হাতে যায়”।

ভাইপো না বলে নাম উচ্চারণ করুন, হুঁশিয়ারি কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি স): বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। ইতিমধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। তবে অন্যদিকে রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে বিজেপির তরজা তুঙ্গে। শনিবারই রামনগরেই বিজেপির কর্মসূচিতে দাঁড়িয়ে ”তৃণমূলের চাবিকাঠি এখন ভাইপোর হাতে” তোপ দাগেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। এরপরেই রবিবার তৃণমূল ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ”ভাইপো না বলেন নাম উচ্চারণ করুন” কড়া হুঁশিয়ারি তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের।

গতকাল কৈলাস বিজয়বর্গীয় রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, ”তৃণমূলের চাবিকাঠি এখন ভাইপোর হাতে। সেই ভাইপো আজ কী করছে? গরু পাচার, কয়লা চুরি, বাংলাদেশে চোরাচালানের টাকা কোটি কোটি টাকা এখন সরাসরি ভাইপোর হাতে যায়”। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র এই মন্তব্যের পরেই রবিবার বিজেপিকে এক হাত নিয়ে কুনাল ঘোষ বলেন, ” ”গতকাল কৈলাস বিজয়বর্গীয় রামনগরে মিথ্যা ভাষণ দিয়েছেন”।

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কুণাল ঘোষের মন্তব্য, ” তৃণমূলের যুব নেতা কে? নিশানা করে মিথ্যাচার করেছেন। রাজনীতিতে পাল্লা দিতে না পারায় চরিত্র হরণ করছেন। বিজেপি ভয় পাচ্ছে বলেই যুবনেতাকে আক্রমণ করছে। যদি সাহস থাকে কে ভাইপো নাম উচ্চারণ করুন। দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তদন্ত করুন। ব্যক্তি আক্রমণ করছেন। যদি হিম্মত থাকে কে ভাইপো নাম বলুন”।

এরপরেই মুকুল রায় বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গ টেনে কুনাল ঘোষ আরও বলেন, ”২০১৫ তে বলেছিল ভাগ মুকুল ভাগ। তাকেই আবার দলে নিয়েছে বিজেপি”।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজনৈতিকভাবে আমরা শক্তিশালী কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মাথার উপর আছেন : পার্থ

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি স): জোর কদমে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে চলছে একুশের নির্বাচনের প্রস্তুতি। এরই মাঝে শোভন চট্টোপাধ্যায় কোন দলে যাবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর তরজা। অন্যদিকে রবিবার বেহালায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে শোভন চট্টোপাধ্যায় না থাকায় কি দলের কোনও সমস্যা হবে এই প্রশ্ন করা হলে ” রাজনৈতিকভাবে আমরা শক্তিশালী কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মাথার উপর আছেন” বলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, ” দলের অনেকেরই থাকা, না থাকা দোদুল্যমান। আমাদের অসুবিধা তখনই হবে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কার কত দৌড় আমাদের দেখা আছে। রাজনৈতিকভাবে আমরা শক্তিশালী কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মাথার উপর আছেন”।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সফর নিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের কটাক্ষের প্রসঙ্গ তুলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ”দিলীপ ঘোষ আগে বিজেপি সামলান। তারপর অন্য জনের কথা বলবেন। এই নিয়ে দীলিপবাবুকে চিন্তা করতে হবে না”।

যোধপুর পার্ক ধর্ষণ কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.): পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে ধর্ষণ হতে হল নাবালিকাকে। শনিবার রাতে ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে প্রশ্ন উঠেছে নাবালিকা এতগুলো টাকা পেয়েছ কোথা থেকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর দুই আগে পাড়ার এক যুবক আবীর নস্কর ওরফে নান্টুর সঙ্গে আলাপ হয়। এরপরেই ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব বাড়ে তাদের মধ্যে। সেই সূত্রেই কিশোরীর কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল অভিযুক্ত যুবক। কিন্তু দেব দেব করেও গত ৬ মাসে সেই টাকা আর ফেরত দেয়নি সে। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সে ফোন করে কিশোরীকে ডেকে পাঠায় ওই টাকা ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য। অভিযোগ সেই টাকা নিতে গিয়েই বিপদে পড়ে মেয়েটি। অভিযুক্ত যুবক তাঁর মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ধর্ষণ করে। কুকর্ম সেরে মেয়েটিকে সে হুমকিও দেয় ওই ঘটনার কথা যেন সে কাউকে না জানায়। জানালে তাঁকে আর তাঁর বাবা-মাকে খুন করে দেবে সে।

এদিকে, বাড়িতে ফিরে মাকে সব কিছু জানায় নিগৃহীতা। এরপরেই থানায় অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবার। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত যুবক। কিশোরীকে মেডিকেল পরীক্ষার পরে তাঁকে হোমে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তবে প্রশ্ন উঠেছে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলা ওই কিশোরী ৬ হাজার টাকা পেল কোথা থেকে? এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

করোনা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে : সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি. স.): উৎসবের মরসুম এবং শীতকালের কারণে করোনার বাড়বাড়ন্ত গোটা দিল্লি জুড়ে। ফলে রাজধানীর স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বৃদ্ধি করতে তৎপর প্রশাসন।

রবিবাসরীয় সকালে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, করোনা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে জেনারেল ওয়ার্ডের শয্যা এবং আইসিইউ শয্যা বাড়ানো হয়েছে। করোনা চিকিৎসার জন্য বর্তমানে দিল্লিতে ১৭ হাজার ২৯২ শয্যা রয়েছে। এর মধ্যে ফাঁকা পড়ে রয়েছে ৭৭০০। আই সি ইউ শয্যা বাড়ানো হয়েছে ৪০০। বেসরকারি হাসপাতালে ক্ষেত্রে আই সি ইউ শয্যা হয়েছে ২৫০।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী তরফ থেকে জানানো হয়েছে শনিবার পর্যন্ত দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯৭৪১। মৃত্যু হয়েছে ৮২৭০। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪৭৫১০৬।

মঙ্গলবার মোদী-মমতার বৈঠক, রদবদল মুখ্যমন্ত্রীর সফরে

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে ফের বৈঠকে বসছে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ভার্চুয়াল বৈঠকে বসবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের কারণে বাঁকুড়া সফরের দিনক্ষণ পরিবর্তন মুখ্যমন্ত্রীর।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা। কিন্তু অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ২৩, ২৪ ও ২৫ নভেম্বর দিনের বাঁকুড়া সফরে করার কথা ছিল। কিন্তু বৈঠকের কারণে বাঁকুড়া সফরে রদবদল মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে আজ রবিবার ই বাঁকুড়া সফরের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।সূত্রের খবর প্রশাসনিক বৈঠকের পর জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিউটাউনে ফের বোমাবাজির অভিযোগ

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি স): ফের তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ। এবার নিউ টাউনে বুথ সভাপতির বাড়ি লক্ষ করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ। রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যায় পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছে, টেন্ডার বিবাদে নিউটাউনের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে বোমাবাজি হয়। ওই এলাকায় কাজের জন্য টেন্ডার পাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির অনুগামীদের সঙ্গে বিধাননগর পুরসভার উপ পুরপ্রধানের অনুগামীদের দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছে বলে অভিযোগ। আর তারই জেরে গতকাল গভীর রাতে বুথ সভাপতির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। এরপরেই অভিযোগ জানানো হয় থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে তিনটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে বিধাননগর পুরসভার ডেপুটি মেয়রের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি তৃণমূলের।

বিজেপিতে স্থানীয় নেতার অভাব, খোঁচা পার্থর

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি স): ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে একুশের নির্বাচনের তোড়জোড়। অন্যদিকে অব্যাহত রাজ্যের শাসক দল বনাম বিজেপি তরজা। এরই মাঝে রবিবার বেহালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ”বিজেপিতে স্থানীয় নেতার অভাব” গেরুয়া শিবিরকে খোঁচা তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, ” বিজেপিতে স্থানীয় নেতার অভাব। বাইরে থেকে লোক আনতে হচ্ছে। কার কত রাজনৈতিক দৌড় জানা আছে। দিল্লি থেকে মেতায়েন করে এইখানে কাজ হবে না। উন্নয়ন সামনে রেখেই ভোটের লড়াই হবে। রাজ্যে বিজেপি নেতার অভাব রয়েছে তাই বাইরে থেকে নেতা আনতে হচ্ছে”। অন্যদিকে, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, ” দলে কে থাকল না থাকল কিছু যায় আসে না। তবে, রত্না চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গেই আছেন। দলে কেউ অপরিহার্য নয়”।

ইকবালপুর কাণ্ডে গ্রেফতার মৃতার প্রেমিক ও তাঁর স্ত্রী

কলকাতা, ২২ নভেম্বর(হি. স.): অবশেষে গ্রেফতার হলো ইকবালপুর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত। মৃতার প্রেমিক ও তার স্ত্রী কে রবিবার সকালে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মূলত বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ব্ল্যাকমেইলিং করার কারণেই যুবতীকে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, সাবা খাতুন নামে মৃতা যুবতীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে শেখ সাজিদের। জানিয়ে ধীরে ধীরে সাজিদকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে সাবা। এরপরে ওই যুবতীকে খুন করার পরিকল্পনা করে বসে সাজিদ।

সেই মতই বৃহস্পতিবার মাওলানা মোহাম্মদ আলী রোডের বাড়িতে সাবাকে ডাকে সাজিদ। তখন বাড়িতে ছিল না সাজিদের স্ত্রী আঞ্জুম বেগম। এরপর ঘরে দুজনে মিলে মদ্যপান করে। তারপর সাবা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে সাজিদ। সবশেষে নিজের স্ত্রীকে ডেকে দুজনে মিলে সাভার দেহটিকে বস্তাবন্দি করে রাতের অন্ধকারে ফেলে দেয় বাড়ির পাশের রাস্তায়।

পুলিশ সূত্রে খবর প্রাথমিক জেরার মুখে সাজিদ জানিয়েছে, পূর্বপরিকল্পনা মতোই তারা পুরো কাণ্ড ঘটিয়েছে। এরপর পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্যই ওই রাতেই পুলিশকে ফোন করে বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধারের কথা জানায় সে। এর পর ঘটনাস্থলে এসে তদন্তে নামে ইকবালপুর থানার পুলিশ। তাদের সহযোগিতা করে লালবাজারের হোমিসাইড শাখা। এরপর তদন্তে নেমে সাবা এবং সাজিদের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পারে পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে। ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয় রহস্য। এরপরই সাজিদ এবং স্থান স্ত্রীকে আটক করে চাপ দিতেই জেরার মুখে পুরো বিষয়টি স্বীকার করে সাজিদ।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে কাগজ কুড়োনোর সময় একটি বস্তা নজরে পড়ে বেশ কয়েকজনের। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা বস্তাটি খুলতেই মেলে তরুণীর দেহ। স্বাভাবিকভাবেই এহেন ঘটনায় ভয় পেয়ে যান সকলে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় একবালপুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তে। পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর গলায় মিলেছে আঘাতের চিহ্ন। তবে ময়না তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে শ্বাস রোধ করেই মৃত্যু হয়েছে তার।

রেজিস্ট্রেশনের সময় ডকুমেন্টে ভুল ধরা পড়লে পড়ুয়ার ভর্তি বাতিল করবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ২২ নভেম্বর(হি. স.): এবার থেকে কলেজে ভর্তি হতে গেলেও অনলাইনে তথ্যের সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন করতে হচ্ছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পড়ুয়ার দেওয়ার কোনো রকম ভুল ধরা পরলে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার ভর্তি বাতিল করবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এখন যেহেতু পরগনা আবহাওয়া সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় অনলাইনে হচ্ছে তাই জন্য ভেরিফিকেশন এর ওপর বাড়তি জোর দেওয়া হয়েছে। তাই কোন রকম ডকুমেন্টে যদি সামান্যতম ভুল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই পরবর্তী পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া হবে। ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় ছাত্র-ছাত্রীর নাম অভিভাবকের নাম উচ্চমাধ্যমিকের মূল্যায়ন পত্র এবং এডমিট কার্ডে থাকা নামের সঙ্গে সব কিছুর মিল রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি পূর্বঘাট এবং জাতিগত তথ্য যাচাই করা হবে কড়াভাবে।

এক্ষেত্রে অনেক কলেজের অধ্যক্ষ রা অভিযোগ করেছেন বেশি বেশি নম্বর দিয়ে অনলাইনে পড়ুয়ারা তথ্য আপলোড করছে। এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া চলবে।

খোয়াইয়ে

● প্রথম পাতার পর

ছেলেরাই শনাক্ত করণ করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর কি কারনে মৃত্যুর হয়েছে কারণ জানা যাবে।

কমিটি

● প্রথম পাতার পর

করে বিভ্রান্তি রটিয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে মহাকুমার মানুষকে। সরকারি চুক্তি মোতাবেক সেইসব শরণার্থীদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবি জানান তিনি।

আইপিএফটি

● প্রথম পাতার পর

তিনি জয়েন্ট মোভমেন্ট কমিটিকে দায়ি করেছেন। অবিলম্বে ওই কমিটির নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে তিনি দাবী জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, জেএমসির নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা না হলে শান্ত হয়ে বসে থাকবে না আইপিএফটি।

এদিন তিনি শ্রীকান্ত দাস এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মার পরিবারকে কুড়ি লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে দাবী রেখেছেন। সাথে তিনি রাজ্যে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন। তবে, ওই ঘটনা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি দাবী করেন।

গৃহবধূকে

● প্রথম পাতার পর

বিষয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশকে জানায়। দ্রুত থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়, এবং নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তী সময় নির্যাতিতার পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সবিতা ঘোষ, রূম্পা ঘোষ, ববিতা ঘোষ, গৌরী ঘোষ ও ঝুমা ঘোষ নামে ৫ জ জনকে আটক করা হয়েছে। রবিবার ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ধৃতদের পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে এই ঘটনার সাথে আর কে কে যুক্ত রয়েছে।

আমরণ

● প্রথম পাতার পর

চাকরিচ্যুত শিক্ষক এবং তাদের পরিবারের লোকজনরা চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

রাজ্য সরকার যাতে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করে সেজন্য পুনরায় অনুরোধ জানিয়েছেন তারা।সরকার যদি সমস্যার সমাধানে এগিয়ে না আসে তাহলে তারা জীবন জীবিকার স্বার্থে আমরণ অনশনে বসতে বাধ্য হবে বলে জানিয়েছে। তারা আরও দাবি করেছেন এখনো পর্যন্ত চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরিতে নিযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

স্কুটি আরোহী

পাচের পাতার পর

৬৫ সি ৫৬৭৮ নম্বরের পণ্যবোঝাই একটি ট্রাক। কিন্তু একই অভিমুখি নম্বরপ্ল্যাট বিহীন একটি স্কুটি আচমকা ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় স্কুটি আরোহীর।

পুলিশ ইতিমধ্যে ট্রাকটিকে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছে। তাছাড়া যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্ত করতে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বামুটিয়ায় বাল্য বিবাহ রুখে দিল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। বামুটিয়া কালি বাজার এলাকায় নাবালক নাবালিকা বিয়ে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সিলেটের কর্মকর্তারা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে হানা দেন। চাইল্ড লাইন ও পুলিশ নাবালক নাবালিকা বাড়িতে হানা দিয়েও তাদের কোনো খোঁজ পায়নি। চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা নাবালকএবং নাবালিকার পরিবারের লোকজনদের কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে কোন ভাবে এই বিয়ে দেওয়া যাবে না। তাদেরকে চাইল্ড লাইনের অফিসে নিয়ে আসার জন্য পরিবারের লোকজনদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।নাবালক এবং নাবালিকার বিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে পরিবারের লোকজনদেরকে অবহিত করেন চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা।উল্লেখ্য নাবালক নাবালিকা দের বিয়ে দেওয়া আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় এধরনের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে রবিবার আগরতলা জয়নগরে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।স্বাস্থ্য শিবিরের ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকার মানুষজনদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ পত্র প্রদান করা হয়।ভারত বিকাশ পরিষদের কর্মকর্তারা জানান সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা জয়নগরে স্বাস্থ্য শিবির এর আয়োজন করেছেন। তাদের এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেও তারা জানিয়েছেন। ইতিপূর্বেও ভারত বিকাশ পরিষদ বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করেছে।

পূর্বোত্তরে

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত ১৯,৮১৩ জন রোগী সুস্থ হওয়ার বিপরীতে ২,৯৭২ জন করোনা আক্রান্ত বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ২৪ ঘণ্টায় মণিপুরে ১৯৩ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন। মণিপুরে এখন পর্যন্ত মোট ২৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

নাগাল্যান্ডে নতুন ৬৬ জনকে করোনায় সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে মোট রোগীর সংখ্যা ১০,৬৭৪ জন হয়েছে। নাগাল্যান্ডে এখন পর্যন্ত ৯,১৩৭ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন। সক্রিয় ১,৩৭০ জনের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের ৩৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। এছাড়া এখন পর্যন্ত মোট ৫৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

অরুণাচল প্রদেশেও গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ৩৬ জনকে করোনা আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট রোগীর সংখ্যা হয়েছে ১৬, ০৩৭। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১৪,৯৩৭ জন সুস্থ হয়েছেন। তবে ১,০৫১ জন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ২৪ ঘণ্টায় অরুণাচল প্রদেশে ৬৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন। অন্যদিকে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৯ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মেঘালয়ে নতুন ১১৭ জনকে করোনা আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১২,২৬৯ জনে বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত ১০,২৩৬ জন রোগী করোনামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। সক্রিয় ৯২৫ জনের চিকিৎসা চলছে বিভিন্ন হাসপাতালে। গত ২৪ ঘণ্টায় মেঘালয়ে ৭৮ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। তবে ওই রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১০৮ জনের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

মিজোরামে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।। রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,৬০৭। মিজোরামে মোট ৩,১২২ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। এছাড়া ৪৮০ জন করোনা আক্রান্তের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মিজোরামে ৫৭ জনকে সুস্থ বলে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যে মোট পাঁচজনের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

সিকিমে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ৫৯ জনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে মোট রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৪, ৬৯১ জনে। সিকিমে এখন পর্যন্ত ৪,২১৮ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ২৯৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সিকিমে ৩২ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিশ্বজিৎ

● প্রথম পাতার পর

যদিও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

এদিকে, রবিবার সকালে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির সকল সদস্যরা ছুটে আসেন। দুপুর প্রায় আড়াইটে নাগাদ ময়নাতদন্তের পর পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রীকান্ত দাসের মরদেহ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারপর গাড়ি দিয়ে শোক মিছিলের মাধ্যমে কাঞ্চনপুরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীকান্ত দাসের মরদেহ। জানা গেছে কাঞ্চনপুরে নিহত শ্রীকান্ত দাসের মরদেহ নিয়ে গিয়ে সেখানে শোক মিছিল বের করা হয়। পাশাপাশি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, নিহত শ্রীকান্ত দাসের বুকের ডান দিকে গুলি লেগে পেছনের দিকে গিয়ে আটকে ছিলো। সেখান থেকে গুলি বের করে ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে একটি গুলিতেই প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল শ্রীকান্তের।

সমাজপতিরা

● প্রথম পাতার পর

ভাবে তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। সরকার পক্ষ থেকে মামলা নেওয়া হোক এই ধরনের আন্দোলন গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার রূপ ধারণ করতে পারে। তবে বনধকে কেন্দ্র করে এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা দায়ক বলে জানান তিনি। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি দিলীপ কুমার দেব, বীরেন্দ্র ত্রিপুরা প্রমুখ।

গ্রেপ্তার দুই

আটের পাতার পর

এবং চোরাকারবারীদের পাশাপাশি বাইক চোরদের মৃগায়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গত কিছুদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি বাইক এবং বাইক সর্দের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সোনামুড়া এসডিপিও এবং সুনামুরা থানার ওসি জানিয়েছেন এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। রাজ্য থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া বাইক বাংলাদেশে পাচার করতে না পারে সেজন্য পুলিশ এবং বিএসএফের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে একের পর এক সাফল্য পেতে শুরু করেছে পুলিশ।

গাছ ধ্বংস

আটের পাতার পর

বাগান ধ্বংস করতে পুলিশ বদ্ধপরিকর।সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বেআইনিভাবে গাঁজা চাষ করতে দেওয়া হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন। পুলিশ, টিএসআর এবং অন্যান্য বাহিনী এ ধরনের কাজে বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই অমরপুর এলাকায় পাঁচটি গাজা বাগান ধ্বংস করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য রাজ্যের মাটিতে উৎপাদিত গাজা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাজ্যে পাচার হচ্ছে। ত্রিপুরার মাটি গাঁজা চাষের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। অন্যান্য চাষাবাদের তুলনায় গাঁজা চাষ অত্যন্ত লাভজনক বলে জানা গেছে।সে কারণেই অধিক মুনাফার লোভে একাংশের চাষী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাঁজা চাষ করে চলেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

বার্সা না পারছে গিলতে না পারছে ফেলতে

”এখানে থাকো, দেখবে ক্লাবের সমর্থকেরা তোমাকে উৎসর্গ করে ভাস্কর্য বানাচ্ছে। কিন্তু বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ বা বায়ার্ন মিউনিখের মতো কোনো দলে যাও, তুমি সেখানে শুধুই আরেকজন খেলোয়াড় হয়ে থাকবে।”ঠিক তিন বছর আগে, ২০১৭ সালের মে মাসে ফিলিপে কুতিনহোকে কথাগুলো বলেছিলেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। বার্সেলোনা তখন আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলতে কুতিনহোকে লিভারপুল থেকে নিয়ে যেতে চায় বলে গুঞ্জন। লিভারপুলের সঙ্গে মাত্রই নতুন চুক্তি করা কুতিনহোকে তাই মনোযোগ ধরে রাখতে কথাগুলো বলেছিলেন ক্লপ।

কুতিনহো শোনেননি। আগস্টে প্রিমিয়ার লিগ মৌসুম শুরুর আগের দিন বার্সার প্রস্তাবেই টলে গিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকার। তখন লিভারপুল বিক্রি করেনি তাঁকে। কিন্তু ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ১৪ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডের প্রস্তাব দেয় বার্সা, ওদিকে স্বপ্নের ক্লাবে যেতে কুতিনহোও উন্মুখ ছিলেন। কুতিনহোকে তাই বিক্রি করে দেয় বার্সা।

কিন্তু স্বপ্নের ক্লাবটা তাঁর জন্য এমন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলেন কুতিনহো?

বার্সার খেলার ধরণে ”নাম্বার টেন” মেসিই। কুতিনহো লিভারপুলে যে ভূমিকাটায় উজ্জ্বল ছিলেন। বার্সায় সে সুযোগটা পাবেন না, জানাই ছিল। বার্সার ৪-৩-৩ ছকে কখনো ইনিয়েস্তার মতো মাঝমাঠের তিনজনের একজন, কখনো তিন ফরোয়ার্ডের বাঁ পাশে ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকারকে খেলানো হয়েছে। কিন্তু লিভারপুলের মতো স্বাধীনতা তো আর পাননি। একটা দলে একজন খেলোয়াড় হয়তো নিউক্লিয়াস থাকেন, যাঁকে ঘিরে দলটা গড়ে ওঠে। মেসি থাকতে বার্সায় কোনো কোচ অন্য কোনো খেলোয়াড়কে সে জায়গা দেওয়ার কথা নয়। তর্কসাপেক্ষে সময়ের সেরা ফুটবলারের মানই এমন!

লিভারপুলের মতো এখানে তাই আর ”নিউক্লিয়াস” হওয়া সম্ভব ছিল না কুতিনহোর। জ্বলেও উঠতে পারেননি। ২০১৮ সালে আধা মৌসুমে লিগে ১৮ ম্যাচে তবু ৮ গোল করেছিলেন, গত মৌসুমে আরও অনুজ্জ্বল কুতিনহো৩৪ ম্যাচে গোল মাত্র ৫টি! শুধু কী গোল, কুতিনহো উল্টো যেন ছিলেন বার্সার খেলায় গতি কমে যাওয়ার অনেক বড় কারণ। যেন মাঝ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা নাবিক!

কিন্তু একদিকে তাঁর পারফরম্যান্সে পড়তি, অন্যদিকে তাঁর বেতন বছরে ১২ মিলিয়ন ইউরো। তারওপর বার্সা তাঁকে অনেক দাম দিয়ে কেনায় তাঁকে কম দামে বেচতেও পারছে না। আবার বার্সা যা চায়, সেই দামে কুতিনহোকে কিনতে অন্য ক্লাবগুলো আগ্রহী নয়। এই মৌসুমে তাই বায়ার্ন মিউনিখে ধারে পাঠানো হয়েছিল কুতিনহোকে। সঙ্গে শর্ত ছিল, বায়ার্ন চাইলে তাঁকে ১২ কোটি ইউরোতে মৌসুম শেষে কিনে নিতে পারবে।

বায়ার্নে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছেন বটে, ৩২ ম্যাচে কুতিনহো গোল করেছেন ৯টি, করিয়েছেন ৮টি। কিন্তু ছিলেন অধারাবাহিক। বায়ার্ন তাই তাঁকে অত দামে পাকাপাকিভাবে কিনছে না! বায়ার্ন চেয়ারম্যান কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে দুদিন আগে জার্মান পত্রিকা ডার স্পিগেলে বলেছেন, ”ওই সুযোগটার (কুতিনহোকে কেনার) মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমি সেটা কাজে লাগাইনি।” যদিও আগামী মৌসুমে কুতিনহোর জন্য একটা আশা রেখে দিয়েছেন রুমেনিগে, ”আমরা এরপর আগামী মৌসুমের পরিকল্পনা করব, দেখি সেখানে ওর জায়গা হয় কি না।”

পারফরম্যান্স তো আছেই, কুতিনহোর দামে ভাটা পড়বে করোনাভাইরাসের কারণেও। করোনার কারণে সব ক্লাবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি ধুঁকবে বলে পূর্বানুমান। দলবদলের বাজারে খেলোয়াড়দের দাম তাই কমবে। গুঞ্জন শোনা যায়, কুতিনহোর দাম নেমে আসতে পারে ৫ কোটিতে!

ওদিকে বার্সা আগামী মৌসুমে নেইমার ও লওতারো মার্তিনেজকে দলে আনতে চায়। কাতালান ক্লাবটির ইচ্ছা ছিল, কুতিনহো-রাকিতিচ-ভিদাল-ডেম্বেলেদের মতো খেলোয়াড়কে বিক্রি করে নেইমার-মার্তিনেজকে আনার অর্থের জোগাড় করতে পারবে। সেই পরিকল্পনা বুঝি ধাক্কা খেল! কুতিনহোর আকাশচুম্বী বেতন আর পাতালগামী পারফরম্যান্সের কারণে তাঁকে রাখতে চাইছে না বার্সা, আর পছন্দের দামে বিক্রিও করতে পারছে না। না পারছে গিলতে, না পারছে ফেলতে!

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম কাদেনা কোপে অবশ্য বলছে, বার্সার নতুন কোচ কিকে সেতিয়েনের কুতিনহোকে পছন্দ, তাঁকে দলে রাখতে চান।

আবার ইংল্যান্ডের চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও লেস্টার সিটি কুতিনহোকে চায় বলে গুঞ্জন। ইংল্যান্ড থেকে আরও শোনা যাচ্ছে, কুতিনহো চান, আর কিছু না হলে চেলসিতেই যাবেন। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে কী আছে! হয়তো ক্লপের কথাটা না শোনার আফসোস এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকারকে।

লা লিগার ‘৯০ রেফারি রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক’

যুক্তি-তর্কটা বেশ চলে ভক্তদের মধ্যে। বিশেষ করে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনার ভক্তরা। এক পক্ষ আরেক পক্ষের প্রতি রেফারির পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে থাকেন। এবার তা আরও জোরাল হতে পারে। লা লিগারই সাবেক এক রেফারির দাবি ৯০ শতাংশ রেফারি রিয়ালের সমর্থক।লা লিগার সাবেক রেফারি ইতুরালদে গঞ্জালেসের দাবি, স্পেনের ৯০ শতাংশ ম্যাচ অফিশিয়াল রিয়ালের সমর্থক। বাকি ১০ শতাংশ ঝুঁকে থাকে বার্সেলোনার প্রতি। তাহলে ইতুয়ার্দরের কথা অনুযায়ী, লা লিগায় সব রেফারি শুধুই রিয়াল কিংবা বার্সার সমর্থক এবং সেখানে রিয়ালের প্রতি সমর্থকের হার অনেক বেশি।২০১২ সালে অবসর নেওয়ার আগে লা লিগায় ৩০০ ম্যাচ পরিচালনা করেন এই স্প্যানিশ। তাঁর যুক্তি, স্পেনে প্রচুর মানুষ রিয়ালের সমর্থক ছোট বেলা থেকে। এ বিষয়টি রেফারি হওয়ার পরও প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন ইতুরালদে।স্প্যানিশ রেডিও ”ক্যাডেনা সার” তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল, রিয়াল-বার্সার প্রতি রেফারিদের সমর্থন কেমন থাকে? ইতুরালদের জবাব,”প্রায় ৯০ শতাংশ রেফারি রিয়ালের প্রতি ও ১০ শতাংশ রেফারি বার্সার দিকে টেনে থাকে। বার্সা পছন্দ করুক আর না করুক ৭০ শতাংশ স্প্যানিশ নাগরিক (কাতালুনিয়া বাদে) রিয়ালের সমর্থক।”ইতুরালদে নিজেকে অবশ্য নিরপেক্ষ বলেই দাবি করলেন। অন্তত মাঠে দায়িত্ব পালনের সময়। ”আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে (রিয়াল-বার্সা) পাত্তা দেই না। সবাই জানে আমি অ্যাথলেটিকের ভক্ত। তবে মাঠে ওদের শাস্তি দিতে কিংবা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করিনি।”২০১৪ সালে এই রেফারি একবার বলেছিলেন, বেশিরভাগ রেফারি রিয়ালের সমর্থক। তবে সেই সংখ্যাটা কত তা বলতে পারেননি ইতুরালদে, ”বেশিরভাগ রেফারি রিয়ালের সমর্থক। আমরা (রেফারি) তো মঙ্গল গ্রহ থেকে আসিনি। ফুটবল পছন্দ করেন বলেই আপনি রেফারি। আর ফুটবল ভালোবাসে কিন্তু পছন্দের দল নেই, এমন হয় না।”

মেসিদের ফেরার দিন ঠিক করে দিলেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

জার্মান বুন্দেসলিগা মাঠে ফিরেছে এক সপ্তাহেরও বেশি হয়ে গেল। এরই মধ্যে দলগুলো এক-দুটি করে ম্যাচ খেলেছে। দর্শকশূন্য মাঠে ফুটবলের বাইরেও ‘প্রাণ’ ফেরানোর নতুন নতুন পদ্ধতিরও দেখা এরই মধ্যে মিলেছে। আজ যেমন, নিজেদের মাঠে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ম্যাচে গ্যালারিতে বড় বড় ব্যানার দিয়ে খালি আসনগুলো ঢেকে দিয়েছে ভলফসবুর্গ, আলাদা শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে হাজারো দর্শকের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনানোর ব্যবস্থাও করেছে। তাতে অবশ্য মাঠের ফলে তেমন লাভ হয়নি, দুই অর্ধে রাফায়েল গেরেরো ও আশরাফ হাকিমির গোলে ম্যাচটা ২-০ ব্যবধানে জিতেছে ডর্টমুন্ড। তা জার্মান লিগ ফিরেছে, ইংলিশ লিগ জুনে ফেরার তোড়জোর চলছে। ইতালিয়ান লিগও ১৩ জুন ফেরাতে সব ক্লাব মত দিয়েছে, এখন শুধু সরকারের নির্দেশনার অপেক্ষা। বাকি ছিল স্প্যানিশ লিগ, সেটিরও ফেরার সম্ভাব্য তারিখ জানা গেল আজ। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ জানিয়ে দিয়েছেন, ৮ জুন মাঠে ফিরবে লা লিগা। মেসি-বেনজেমাদের দেখার অপেক্ষা ফুরোচ্ছে।

এর আগে স্প্যানিশ লিগের প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ১২ জুন রিয়াল বেতিস ও সেভিয়ার মধ্যে ‘সেভিল ডার্বি’ দিয়ে ফিরতে পারে স্প্যানিশ লিগ। কিন্তু এ-ও বলে দিয়েছিলেন, সব নির্ভর করছে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। সরকারের সিদ্ধান্তে তারিখটা আরও এগোলো। প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজকে উদ্ধৃত করে স্প্যানিশ ক্রীড়াদৈনিক মার্কা লিখেছে, ‘যা করা দরকার ছিল, স্পেন সেটা করেছে। এখন সবার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতিদিনের অনেক কার্যক্রম ফেরানোর সময় চলে এসেছে। ৮ জুন থেকে লা লিগা মাঠে ফিরতে পারবে।’

করোনাভাইরাসের কারণে গত মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়ার আগে লিগে সব দলের ২৭টি করে ম্যাচ শেষ হয়েছে। তাতে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল বার্সেলোনা, ২ পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদ। তিনে থাকা সেভিয়ার পয়েন্ট ৪৭, এক পয়েন্ট কম নিয়ে চারে রিয়াল সোসিয়েদাদ। সমান পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে এই মৌসুমের চমক গেতাফে। ছয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, ডিয়েগো সিমিওনের দলের পয়েন্ট ৪৫।

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যার বিচারে বিশ্বে চতুর্থ স্পেন। ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত স্পেনে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২ লাখ ৮২ হাজার মানুষ। প্রাণ হারিয়েছেন ২৮ হাজার ৬ শ-রও বেশি।

শাহরুখ খানের পাশে বসে আইপিএল দেখার অভিজ্ঞতা

কজন অভিনেতা বলিউড এতটা মাতাতে পেরেছেন তাঁর মতো! শুধু কি বলিউড, ক্রিকেটমনস্ক শাহরুখ খান মাতিয়েছেন ভারতের ক্রিকেটও। আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিকদের একজন তিনি। তবে দলকে সামনে থেকে সমর্থন দেওয়া বলতে যা বোঝায় সেটা খুব ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন! ক্রিকেটমনস্ক এই শাহরুখকে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার।

আইপিএলের প্রায় প্রতিটি মৌসুমেই ইডেন গার্ডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচ মানেই মাঠে শাহরুখের সরব উপস্থিতি। শুধু ইডেনেই নয়, শাহরুখ কলকাতার ম্যাচ দেখেছেন অন্য মাঠেও। একবার তো দলের সমর্থন করতে গিয়ে রুদ্র মূর্তিই ধারণ করেছিলেন শাহরুখ। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সেই ম্যাচটি দেখেছেন গাওয়ার। আর বলিউড তারকার সঙ্গে খেলা দেখেছিলেন কলকাতার ইডেন গার্ডেনে।

সেই স্মৃতি আজও ভোলেননি ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। গ্লোফ্যানসের আয়োজন করা কিউ-টোয়েন্টিতে গাওয়ার বলেছেন, ”গত বছর আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। কেকেআর ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ম্যাচ দেখার নিমন্ত্রণপেয়েছিলাম। আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তারপর রাতের খাবারের পর সোজা ইডেন গার্ডেনে ম্যাচ দেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে।”

ইডেনের সেই ম্যাচের দিনই শাহরুখের সঙ্গে পরিচয় গাওয়ারের। সেই স্মৃতি নিয়ে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়কের কথা, ”আমি যখন মাঠে পৌঁছাই, ম্যাচটি শেষের পথে। আমাকে সোজা শাহরুখের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে পরিচয়পর্বটা ছিল একদম নিয়ম মেনে পরিপাটিভাবে। এরপর আমি তাঁর পরিচয় পেলাম একজন অসাধারণ ক্রিকেট সমর্থক হিসেবে।”

গাওয়ারের মতো একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, ম্যাচের দিক থেকে সেটিও শাহরুখের মনোযোগ সরাতে পারেনি। এটাই বেশি মুগ্ধ করেছে গাওয়ারকে, ”তাঁর মূল মনোযোগ ছিল ম্যাচে। সে এমন অবস্থায় ছিল না যে কোথাও এক জায়গায় আরাম করে বসে আমার সঙ্গে লম্বা সময় নিয়ে কথা বলবে।”

সাকিব গুনছেন দুই রকম সময়ই

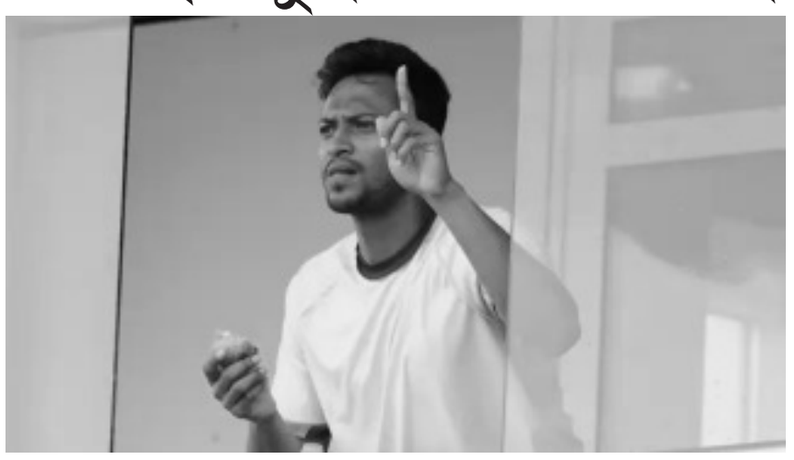

ধরুন হঠাৎ করেই ঠিক হয়ে গেল করোনাভাইরাস পরিস্থিতি। ভ্যাকসিন-ওষুধে বাজার সয়লাব। কোভিড-১৯ পুরোপুরি হার মেনে গেল মানুষ আর বিজ্ঞানের কাছে! জীবন হয়ে যাবে স্বাভাবিক। আর সবকিছুর সঙ্গে সচল হবে খেলাধুলা। তামিম, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ, মুমিনুলরা তা-ধিন তা-ধিন করতে করতে মাঠে নেমে যাবেন। তবে একজন নামবেন নাসাকিব আল হাসান। তাঁর যে তখনো আরেকটি সময় গোনা শেষ হয়নি!

জুয়াড়ির কাছ থেকে অন্যায় প্রস্তাব পেয়েও সেটি আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগকে না জানিয়ে একটা খামখেয়ালিই করেছেন সাকিব। এখন সেটির দণ্ড দিয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে তিনি বহিষ্কৃত আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত। বহিষ্কারাদেশের প্রায় সাত মাস অতিক্রান্ত। আর বাকি পাঁচ মাস।

দুনিয়ার সব মানুষ যখন পৃথিবী থেকে করোনাভাইরাস নির্মূলের দিন গুনছেন, সাকিব তখন আরেক হাতের আঙুলের কর গুনে করছেন অন্য এক হিসাবমাঠে ফিরতে অপেক্ষায় থাকতে হবে আর কত দিন?

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফোনে সাকিব এই প্রতিবেদককে সেদিন মজা করেই বলছিলেন, ‘আমি দিন গুনছি দুই রকমভাবে। একটা তো কবে করোনা শেষ হবে, আরেকটা হলো কবে আমার বহিষ্কারাদেশ শেষ হবে।’ রসিকতাই ছিল। তবে তার মধ্যেই হতাশাটাও বোধ হয় কিঞ্চিৎ ফুটে উঠল!

গত বছরের ২৯ অক্টোবর আইসিসির নিষেধাজ্ঞা শোনার পর বাংলাদেশ দলের সঙ্গে সাকিব যেতে পারেননি ভারত ও পাকিস্তান সফরে। খেলতে পারেননি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজ। করোনার অভিশাপ পৃথিবীতে না এলে বহিষ্কারাদেশের এই সময়েই বাংলাদেশ দল পাকিস্তানে গিয়ে আরেকটি টেস্ট খেলে আসত। যেত আয়ারল্যান্ড সফরে, ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলত দুই টেস্টের সিরিজ। করোনার কারণে দুটোই এখন স্থগিত। এর পর শ্রীলঙ্কা সফর, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের হোম সিরিজ, এশিয়া কাপ এবং নিউজিল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সফর যদি হয়ও, সাকিবের যাওয়া হবে না। অস্ট্রেলিয়ায় ১৮ অক্টোবর থেকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হলে সেখানেও শুরুর দিকে দর্শক হয়েই থাকার কথা তাঁর।

তবে করোনাভাইরাসের কারণে সবই এখন অনিশ্চিত। সাকিব তাই এই ভেবে সান্ত্বনা পেতেই পারেন যে, খেলা তো এখন কোথাও হচ্ছে না! কেউই খেলতে পারছে না! এভাবেই চলতে থাকলে এমনও তো হতে পারে, ক্রিকেট আবার মাঠে ফিরতে ফিরতে সাকিবের বহিষ্কারাদেশ শেষ। বাংলাদেশের হয়ে আর কোনো খেলাই মিস করতে হলো না তাঁকে!

ভাবনাটা মনে এলেও বেশিক্ষণ টেকে না। সাকিব তো জানেন, কাল থেকে খেলা শুরু হলেও তিনি এখনই মাঠে নামতে পারবেন না! সাকিবেরই কথা, ‘আমার জন্য খুব কঠিন একটা সময় যাচ্ছে। যদিও বিশ্বের কোথাও এখন খেলা হচ্ছে না, তারপরও তো আমি জানি যে কাল থেকে খেলা শুরু হলেও আমি খেলতে পারব না!’

করোনাকালেও তাই না খেলতে পারার অস্বস্তিটা আছেই। সব ঠিক হলেই কি! তাঁকে তো আরও কিছুদিন ‘শিকলবন্দী’ই থাকতে হবে, ‘আপনি যখন জানবেন কিছু করার ক্ষেত্রে আপনার একটা বাধা আছে, তখন অন্য কেউ সেটা নিয়ে না ভাবলেও আপনার মাথায় এটা ঘুরতেই থাকবে যে আমি তো চাইলেই এটা করতে পারব না।’

এসব ভাবনা মনে হতাশার কালো ছায়া ফেলে বলে খেলার চিন্তা সাকিব আপাতত তুলেই রাখতে চান। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন রাজ্যের ম্যাডিসন শহরে অবসরের পুরো সময়টা দিচ্ছেন দুই কন্যা আর স্ত্রীকে। বড় কন্যা আলাইনা তো আছেই, নতুন এসেছে জান্নাত। সময়টা যে সাকিব পরিবারের বেশ উপভোগ্যই যাচ্ছে, সেটি না বললেও চলে। এর মধ্যে খেলতে না পারার হতাশা ঢুকিয়ে শুধু শুধু পারিবারিক আনন্দ নষ্ট করা কেন!

করোনা—পরবর্তী ক্রিকেটের প্রসঙ্গ উসকে দিলে অবশ্য আলোচনা আবার খেলায় ফিরে। অনেকের মতো সাকিব এই ধারণার সঙ্গে একমত নন যে, করোনাভাইরাস ভবিষ্যৎ খেলার জগৎটাকে ওলট-পালট করে দেবে, ‘আমার মনে হয় যারা বা যাদের কাছের কেউ এতে আক্রান্ত হবে না, তাদের মধ্যে তেমন পরিবর্তন না—ও আসতে পারে। একটা সময় মানুষ হয়তো ভুলে যাবে।’

বল উজ্জ্বল করতে থুতু দেওয়ার মতো ব্যাপারগুলোতে বদল আসার কথা অবশ্য সাকিবও বলছেন। আইসিসির ক্রিকেট কমিটি এরই মধ্যে মত দিয়েছে, বল উজ্জ্বল করতে ঘামের ব্যবহার হতে পারে, তবে লালা আর নয়। সাকিবের ধারণা, করোনার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে খেলাধুলায় অনেক চিন্তারই খোরাক জোগাবে, ‘এখন তো শুনি ৩ ফুট বা ৬ ফুটও নয়, ১২ ফুট পর্যন্তও নাকি এটা ছড়াতে পারে! তার মানে পিচের এই পাশ থেকে ওই পাশের কাছাকাছি। তাহলে দুই ব্যাটসম্যান কি ওভার শেষে এসে এক জায়গায় দাঁড়াবে না! পরামর্শ করতে যাবে না! দুই পাশেই থেকে যাবে! মাঠে দর্শক থাকবে না! উইকেটকিপার দূরে গিয়ে দাঁড়াবে! ক্লোজ ফিল্ডিংয়ের কী হবে? এসব নিয়ে ভাবার আছে।’

আইসিসি করোনার পরের ক্রিকেট নিয়ে এখনো কোনো নির্দেশনা দেয়নি। তবে সাকিবের বিশ্বাস, তারাও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার বিষয়টিই আগে দেখবে, ‘আমার ধারণা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে তারাও (আইসিসি) কোনো সুযোগ নেবে না। যত যা—ই হোক জীবনটা তো আগে, তারপর খেলা! নিরাপত্তার কথা নিশ্চয়ই তারাও আগে ভাববে।’ সেই ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই কি শেষ হবে সাকিবের আরেকটি সময় গোনা?

তাঁর একাদশে নেই কোহলি, রোহিত আছেন ভাগ্য জোরে

টেস্ট, ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টিসংস্করণ যা-ই হোক, বর্তমান সময়ের ক্রিকেটারদের নিয়ে একাদশ গড়তে গেলে তাতে সম্ভবত বিরাট কোহলির নামটা বেশিরভাগ ক্রিকেটপ্রেমীই রাখবেন। তবে ব্র্যাড হগ এই শ্রেণিতে পড়েন না। সাবেক অস্ট্রেলিয়ান বাঁহাতি স্পিনার তাঁর চোখে সময়ের সেরা টেস্ট একাদশ বানিয়েছেন। তাতে চারজন ভারতীয়কে রাখলেও কোহলিকে রাখেননি!

রোহিত শর্মা আছেন তাঁর একাদশে, এমনকি মায়াঙ্ক আগরওয়াল-অজিঙ্কা রাহানেও আছেন হগের একাদশে। পাকিস্তানের বাবর আজমও হগের একাদশে জায়গা পাচ্ছেন পাঁচ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে। তবে কোহলিকে না রাখার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হগ। কারণটা ভারত অধিনায়কের সাম্প্রতিক ফর্ম।

বাংলাদেশের সঙ্গে কলকাতা টেস্টে ১৩৬, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পুনেতে অপরাজিত ২৫৪, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংস্টনে ৭৬ আর অ্যান্টিগায় ৫১ — টেস্টে সর্বশেষ ১৫ ইনিংসে কোহলির রান বলতে এ-ই। এর বাইরে সর্বোচ্চ ৩১। ২০ পেরিয়েছেন আর একবার। গত ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডে তো দুঃস্বপ্নের মতো সিরিজ কেটেছে কোহলির। দুই টেস্টে তাঁর রান — ৩, ১৪, ২, ১৯।

তোষণ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের শিকড় গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি. স.): সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্তের পেছনে তোষণের মনোভাব দায়ী বলে মনে করে ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান অভিনেতা গিরিরাজ সিং। রবিবাসরীয় প্রভাতে নিজের টুইট বার্তায় গিরিরাজ লিখেছেন, সন্ত্রাসবাদ এবং ধর্মান্তকরণের মতন বিষের শিকড় হচ্ছে তোষণ। এই শিকড় এর ওপর আঘাত হানতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছিলেন যে লাভ জিহাদ এবং জোর করে ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করবে উত্তরপ্রদেশ সরকার। এমনকি মধ্যপ্রদেশ সরকারও লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের কথা সম্প্রতি বলেছিল। এই প্রসঙ্গে শনিবার গিরিরাজ সিং জানিয়েছিলেন, সামাজিক সম্প্রীতি জন্য ক্যান্সার হয়ে দেখা দিয়েছে লাভ জিহাদ। একাধিক রাজ্য এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে উদ্যত হয়েছে। বিহারকেও চিন্তাভাবনা করা উচিত।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪৫২০৯

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি. স.): উৎসবের মরসুমে করোনার দৌরাত্ম্য অব্যাহত গোটা ভারতজুড়ে। বিগত ২৪ ঘন্টা নতুন করে আক্রান্ত ৪৫ হাজার ২০৯। নিহত ৫০১। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮০৭। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ২২৭। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৫ লক্ষ ২১ হাজার ৬১৭। এই মুহূর্তে গোটা দেশের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৬২। এই নিয়ে টানা ১৫ দিন আক্রান্তের সংখ্যা দৈনিক ৫০ হাজারের নিচে ছিল। শেষবার ৫০ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে ছিল ৭ নভেম্বর। করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮০ হাজার ৮৭৮। তালিকায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে কেরল ও দিল্লি। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৬ হাজার ৯৮২ ও ৩৯ হাজার ৭৪১। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৩৪। শুধুমাত্র ২১ নভেম্বর করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩২৬। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল দেশজুড়ে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬.৯৩ শতাংশ। সুস্থতার হার ৯৩.৬৭ শতাংশ।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে সংঘর্ষ বিরতি লংঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি. স.): বিশ্বজোড়া করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের অভ্যাস থেকে পিছু হটেনি পাকিস্তান। রবিবার সকাল ১১টা ১৫মিনিট নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর নৌসেরা সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লংঘন করে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং স্থানীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। মনে করা হচ্ছে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর লক্ষ্যেই এই সংঘর্ষবিরতি লংঘন করে পাকিস্তান। পাকিস্তানি গোলা থেকে স্থানীয় গ্রামবাসীদের বাঁচাতে তাদের নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া হয়।।

শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী বিল পাস করিয়েছে বিজেপি সরকার ঃ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। নতুন আইনের ফলে ৭০ শতাংশ কল-কারখানা এবং ৭৪ শতাংশ শ্রমজীবি আইনের বাইরে চলে গেছে। আর শ্রমজীবিদের সর্বনাশ করে কৃষকদের সর্বনাশ করতে তিনটি বিল সংসদে পাস করে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এতে কৃষকদের অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে। বাজার বহুজাতিক সংস্থার হাতে সম্পূর্ণভাবে তুলে দিচ্ছে। নয়া আইন দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় আইন ক্ষুন্ন করে কালোবাজারিতে হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাজার সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। বন্টনের ব্যবস্থা ঋণগ্রস্ত হয়ে বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে সমস্ত কিছু। এতে পুঁজিপতিরা ব্যবসা করবে। গরিবদের ক্ষতি হবে। এর বিরুদ্ধে আগামী ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সামনে রেখে রবিবার সিআইটিইউ কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তোলেন সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে।তিনি আরো বলেন দেশে বিদ্যুৎ, রেল স্টেশন এবং রেল পরিষেবাকে সরকার পুঁজিপতিদের লাভের জন্য বেসরকারিকরণ করছে। বিদ্যুৎ বিল বাড়বে। রেলের ভাড়া বৃদ্ধি পাবে। দেশবাসী সঠিকভাবে পরিষেবা পাবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি প্রশ্ন তুলেন করোনাকালীন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী কেয়ার ফান্ডে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা জনসাধারণের জন্য ব্যবহার করা হয় নি। সেই অর্থ কোথায় গেল? আর সেই অর্থ নিয়ে আন্দোলন করলে সিবিআই এবং পুলিশ দিয়ে মিথ্যা মামলা করে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে এই বিজেপি সরকার। বহুবার নগদ অর্থ এবং খাদ্যশস্য দেশে গরীব আয়কর প্রদান করেন এবং পরিবারকে তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হলেও সরকার কিছুতেই মানছে না দাবিগুলি। আগামী ২৬ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

আইজিএম হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কান্ড সংঘটিত হয়েছে।মৃত রোগীর পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়-স্বজনরা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় এবং দুজন চিকিৎসককে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকার গৌতম দেবনাথ নামে এক রোগীকে গতকাল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই রোগীর মৃত্যু হয়।পরিবারের লোকজনের অভিযোগ করেছেন চিকিৎসকের গাফিলতিতেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ এনে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় এবং চিকিৎসকদের নিগৃহীত করে। রোগীর মৃত্যুর ঘটনার পর হাসপাতালে ভাঙচুর চালানোর ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর ও তাদের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।আইসিএম হাসপাতালে ধুন্ধুমার কান্ড সংঘটিত হওয়ার খবর পেয়ে পশ্চিম থানা থেকে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রোগীর পরিবারের লোকজনের অভিযোগ করেছেন চিকিৎসায় গাফিলতির না হলে রোগীর মৃত্যু হত না।চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তারা থানায় মামলা করবেন বলেও জানান।অবিলম্বে কর্তব্যরত চিকিৎস বরখাস্ত করার দাবিও জানিয়েছে তারা।এদিকে আইজিএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে ভাঙচুর এবং দুই চিকিৎসককে নিগৃহীত করার অভিযোগ এনে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার এর সংবাদ নেই।উল্লেখ্য আইজিএম হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় এবং ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ইতিপূর্বেও উঠেছে।পরপর এসব অভিযোগ ঘিরে সাধারণ রোগীদের মধ্যেও হাসপাতালে চিকিৎসার পরিসেবা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ক্রাইম এন্ড করাপশন কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ক্রাইম এন্ড করাপশন কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী এবং আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক হিতোকামানন্দ মহারাজজি।রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে ক্রাইম এন্ড করাপশন কন্ট্রোল সোসাইটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে তারা এই মুহূর্তে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন বলে জানান।রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলোতে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে।পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্রাইম এন্ড করাপশন সোসাইটি এই মুহূর্তে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় তাদের ধন্যবাদ জানান তিনি। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন এন্ড করাপশন সোসাইটি নানা সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে।রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন করাপশন এর বিরুদ্ধে তারা কাজ করে চলেছেন। এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে অপরাধপ্রবণতা কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি মনে করেন। ক্রাইম এন্ড করাপশন সোসাইটির মত অনন্য বিভিন্ন সংস্থাকেসমাজে অপরাধপ্রবণতা কমাতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। জনগণকে সমাজ সচেতন করে তুলতে সক্ষম হল এই সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সোনামুড়ায় চুরি যাওয়া চারটি বাইক উদ্ধার গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। সোনামুড়া থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শনিবার রাতে চারটি বাইক সহ দুই চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এসডিপিও এবং ওসির নেতৃত্বে সোনামুড়া থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযানে বের হয়। অভিযান চালাতে গিয়ে তারা দুটি বাইক সহ ৪ জনকে আটক করতে সক্ষম হন। চারজনের বিরুদ্ধে এই নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে সুনামুড়া থানার পুলিশ।জানা গেছে বাইক গুলি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল চোরেরা। গোয়েন্দা পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সুনামুরা থানার পুলিশকে খবর দেয়।গোয়েন্দা বিভাগের কাজ থেকে সুনির্দিষ্ট খবর পেয়ে সোনামোড়ার এসডিপিও এবং সুনামুরা থানার ওসি অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় অভিযানে বের হন। অভিযান চালাতে গিয়ে তারা যথারীতি সাফল্য পান। উল্লেখ্য সোনামুড়া আন্তর্জাতিক সীমান্ত পথে প্রায় প্রতিনিয়ত তৈরি করা বাইক গুলো বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। সোনামুড়া সীমান্ত পাচারকারী ছয়ের পাতায় দেখুন

মোহনপুরে অল্টো গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। আগরতলা মোহনপুর খোয়াই সড়কে রবিবার সকালে দ্রুতবেগে যাওয়া অলটো গাড়ি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে অলটো গাড়ির চালকসহ যাত্রীরা গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে খোয়াই থেকে আগরতলাগামী অলটো গাড়িটি দ্রুতবেগে আসছিল।মোহনপুরে তুলাবাগান এলাকায় এসে পৌঁছলে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেয় অলটো গাড়ি। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। অলটো গাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।গাড়িতে থাকা চালকসহ যাত্রীরা সবাই আহত হয়।অলটো গাড়ির চালকের অসাবধানতা এবং দ্রুতগামী তার কারণ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য আগরতলা মোহনপুর খোয়াই সড়কে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করে। এর ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।যানবাহনের গতির নিয়ন্ত্রণের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

অনাবৃষ্টিতে ক্ষেতেই নষ্ট হচ্ছে সোনালী ফসল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ নভেম্বর।। মৌসুমী ধান ঘরে তোলার আগে অনাবৃষ্টিতে ক্ষেতেই নষ্ট সোনালী ধান, মাথায় হাত খেটে খাওয়া কৃষকদের। এমনই এক চিত্র উঠে এলো তেলিয়ামুড়া মহাকুমার উওর কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ কৃষ্ণপুর,মধ্য কৃষ্ণপুর,বাইশঘড়িয়া, ব্রহ্মছড়া,মোহড়ছড়া সহ বিস্তীর্ণ কৃষি প্রধান এলাকা গুলো থেকে।যে ফসল ঘরে তুলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ সহ পরিবারের ভরণ-পোষণ করতো কৃষি ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে সেগুলি এবছর হয়তোবা সম্ভবপর হবে না মনে করছেন কৃষক কূল। একদিকে যেমন অতি- অনাবৃষ্টির কারণে ক্ষেতের মধ্যে সোনালী ফসল নষ্ট হয়ে গেছে অন্যদিকে ফসল ঘরে তুলতে না পেরে বোরো ধান নতুনভাবে করাও সম্ভব পর হচ্ছে না। তাতে সারা বছরের খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেবে কৃষক পরিবার গুলোর মধ্যে। যেহেতু পরিবারগুলি একমাত্র কৃষি নির্ভরশীল পরিবার সেই জায়গায় কৃষি ফসল নষ্ট হওয়ার ফলে দারুণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন তারা। অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া কৃষি মহাকুমার দপ্তর থেকে কোনো সাহায্যের আশ্বাস পাচ্ছে না তারা এমনটাই জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে। এখন দেখার বিষয় , আমাদের সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ সম্প্রচারের পর রাজ্য কৃষি দপ্তর কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বিন্ধ্যাচল ও বুন্দেলখন্ড অঞ্চলে দ্রুততার সঙ্গে পানীয় জল সরবরাহের কাজ করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি. স.): বিন্ধ্যাচল হোক বা বুন্দেলখন্ড। সম্পদে ভরপুর থাকা সত্ত্বেও অভাব জনিত সমস্যায় ভুগছে এই দুই অঞ্চল। এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলা একাধিক নদী থাকা সত্বেও পানীয় জলের অভাব এবং খরা এখানকার নিত্যসঙ্গী। স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে যে অঞ্চলে সবথেকে বেশি বঞ্চিত করা হয়েছে সেটি হল বিন্ধ্যাচল। ফলে বাধ্য হয়ে বহু মানুষ এখান থেকে চলে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর এবং সোনভদ্র জেলায় গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পানীয় জল সরবরাহের কাজ এখানে দ্রুততার সাথে হচ্ছে। আগামী দিনে এখানকার ৩৫০০ গ্রামকে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এতে করে উপকৃত হবে ৪০ লাখের বেশি পরিবার। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এখানে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও উন্নয়নের চাকা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তা করে দেখিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। বর্তমান সরকার এবং জনগণ উত্তরপ্রদেশের ভাবমূর্তিতে পরিবর্তন এনেছে। রাজ্য সরকারের প্রকল্প " হার ঘর জল " ভুয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ২.৬০ কোটি পরিবার উপকৃত হয়েছে। রবিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, বিগত ৭০ বছরে রাজ্যের বিন্দ্য অঞ্চলের ৩৯৮ গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ৩ হাজার গ্রামে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যাবে। মির্জাপুর এবং সোনভদ্র জেলার প্রায় ৪২ লক্ষ জনগণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে। এই প্রকল্পের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ জল এবং শৌচ কমিটি বা জল সমিতিকে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫,৫৫৫.৩৮ কোটি টাকা। আগামী ২৪ মাসের মধ্যে গড়ে তোলা হবে।

রেপিড অ্যান্টিজেনের তুলনায় বেশি পরীক্ষা হয়েছে আর টি - পিসিআর পদ্ধতিতে, দিল্লি প্রসঙ্গে জানাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি. স.): করোনার ক্ষেত্রে রেপিড অ্যান্টিজেনের তুলনায় আর টি - পিসিআর পদ্ধতিতে বেশি পরীক্ষা হয়েছে দিল্লিতে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে দিল্লিতে করোনা চিকিৎসা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ডিআরডিও তরফ থেকে ২৫০টি ভেন্টিলেটর সরবরাহ করা হয়েছে।

দিল্লি সরকারের পাশাপাশি রাজধানীর করোনা পরিস্থিতি নিয়ে একনাগাড়ে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

গোটা পরিস্থিতি তত্ত্বাবধান করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উৎসব এবং শীতকালের মরসুমে দিল্লিতে করোনা রোধ করার জন্য ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনা রোগীর খোঁজে প্রতিটা বাড়িতে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। ২০ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লির ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৭২৯ মানুষকে এই সমীক্ষার অধীনে আনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে দিল্লিতে বেড়ে চলা করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে এইমস হাসপাতাল আরো ২০৭ জন জুনিয়র রেসিডেন্ট নিয়োগ করতে চলেছে। জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর দিল্লিতে আগে যেখানে দৈনিক ২৭ হাজার পরীক্ষা আরটি- পিসিআর এর মাধ্যমে করোনা পরীক্ষা করত। এখন সেই সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৭ হাজার ২০০।

নিহত বিশ্বজিৎ দেববর্মার পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা সহায়তার ঘোষণা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। গতকাল পানিসাগরের ঘটনায় গুরুতর আহত বিশ্বজিৎ দেববর্মার (৪০) আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, গতকাল দামছড়া ফায়ার স্টেশনের কর্মী বিশ্বজিৎ দেববর্মা পানিসাগরের ঘটনায় গুরুতর আহত হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আজ এজিএমসি-তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিহত বিশ্বজিৎ দেববর্মার পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক আজ এই সংবাদ জানান।

বিজেপি কাঞ্চনপুরের রিয়াং ইস্যুতে রাজনীতি করছে ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ নভেম্বর।। বিজেপি কাঞ্চনপুরের রিয়াং ইস্যুকে নিয়ে রাজনীতি করছে। এ রাজনীতি করতে গিয়ে আগুন নিয়ে খেলা করছে। সরকার উদার মনোভাব নিয়ে সবার সাথে আলাপ আলোচনা ক্রমে রিয়াং ইস্যুর সমস্যার সমাধানে এগিয়ে না আসে এটার ফল খারাপ হবে। বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে দলীয় কর্মী সভার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে পানিসাগর এর কাঞ্চনপুর এলাকায় শনিবারের ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করেন ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস।

রবিবার দুপুর ১ টা নাগাদ বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনের দলীয় কর্মী সভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস। বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস ও জেলা কংগ্রেস এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় এদিনের কর্মীসভা। দলীয় কর্মী সভা শেষে কংগ্রেস ভবনেই আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলন। এদিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস বলেন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা শূন্যের কোঠায়। প্রশাসন এখানে নেই ,পুলিশ পোশাক পড়ে আছে , কিছু করার ক্ষমতা নেই। বিভিন্ন ধরনের মানুষ আক্রান্ত। থানায় মামলা হলেও বিচার নাই। সর্বশ্রেণীর মানুষ আক্রান্ত। প্রতিবাদ করলেও এখন নিপিরণ হতে হয়। মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে আইনকানুনের উপর। এছাড়া তিনি আরও বলেন , মানুষের মনোভাব বুঝতে পেরেছে বিজেপির ছোট বড় নেতারা এখন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে লুটপাটের বাণিজ্য তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে পাশাপাশি ক্ষমতার দখল নিয়ে লড়াই চলছে, বিজেপি দলের মধ্যে নীতি-আদর্শের লড়াই নয় ক্ষমতার লড়াই তাদের কাছে সবচেয়ে বড়। মানুষের সমস্যা নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেই। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়েখাদ্য সংকট চরমে। কর্মসংস্থান নেই , কাজ নেই, মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। বেকার বঞ্চনা , কর্মচারী বঞ্চনা। একটা প্রতিশ্রুতি পালন করেনি বিজেপি সরকার। এককথায় বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের সরাকারের তীব্র সমালোচনার সরব হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

এইদিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস ছাড়াও ছিলেন দক জেলার জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা এডভোকেট শ্যামল মজুমদার , প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরী, বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরূপ দেব।

অপারেটরের চাকুরী না দেওয়ায় পাম্প অফিসে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ধলাই জেলার আমবাসা লালছড়ি এলাকায় দীর্ঘ এক মাস ধরে কৃষকদের জমিতে জল সরবরাহকারী পাম্প মেশিন ঘরে তালা বন্দী করে রাখা হয়েছে।জানা যায় স্থানীয় মনিন্দ্র দেবের ছেলে কনক দেবকে চাকরির না দেওয়ার কারণেই তারা পাম্প মেশিন ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে মনিন্দ্র দেবের জমিতে ওই পাম্প মেশিন ঘরটি স্থাপন করা হয়েছে।মনিন্দ্র দেবের সঙ্গে নাকি কথা ছিল পাম্প মেশিন স্থাপনের জন্য জায়গা দেওয়ার পরিবর্তে তার ছেলেকে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার ছেলেকে চাকরি দেওয়া হয়নি।সে কারণেই ক্ষুব্দ হয়ে তারা পাম্প মেশিন ঘরের তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পাম্প মেশিন চালাতে না পারায় ওই এলাকার দেড় শতাধিক কৃষক মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কৃষকরা জানিয়েছেন পাম্প মেশিন না চালানোর ফলে তারা জল পাচ্ছেন না। এর ফলে তারা রবি কৃষি করতে পারছেন না। আলু চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছেন। এলাকায় প্রচুর পরিমাণ সবজি চাষ হতো। জলের অভাবে সবজি চাষ মার খেয়েছে।অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করে পাম্প মেশিন চালানোর ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন এলাকার চাষিরা। তারা স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন বিষয়টি।কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সমাধান সূত্র বেরোয় নি। ফলে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন দেড় শতাধিক পরিবার।

অমরপুরে বিস্তর পরিমানে গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হারে গাঁজার চাষ হচ্ছে।এবছর লক ডাউনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাঁজা চাষ করেছে।অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব গাজা বাগান ধ্বংস করতে পুলিশ বনদপ্তর এবং আবগারি দপ্তর কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে। রবিবার অমরপুরের চান্দুক ছড়া এলাকায় ৩০০০ জায়গায় গাজার যারা ধ্বংস করে দিয়েছে পুলিশ অফিসার বাহিনী।অমরপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং বীরগঞ্জ থানার ওসি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা টিএসআর বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে চান্দুক এলাকায় গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালায়। অভিযান চালাতে গিয়ে তারা তিন হেক্টর জায়গায় গাঁজার চাষ ধ্বংস করে দেন। অমরপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন ওই এলাকায় আরও গাঁজার বাগান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে ওইসব গাজা ছয়ের পাতায় দেখুন

তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ নভেম্বর।। শুখা মৌরসুমের শুরুতেই তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা। নোনা ছড়ার অপরিশোধিত জল কিংবা ছড়ার পাশে ছোট ছোট গর্ত করে জল জমিয়ে সেই জল সংগ্রহ করে পান করাই তাদের একমাত্র পানীয় জলের উৎস। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এবং মুখরুচক জনপ্রতিনিধিরা সবকিছু জেনেশুনেও আজ নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এমনই এক নিদারুণ তথ্য ছবি লেন্স বন্দি হয়ে উঠে আসলো আমাদের ক্যামেরায়। ঘটনা খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহুকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত নোনা ছড়া এডিসি ভিলেজের প্রজা বাহাদুর মলসম পাড়ায়। দর্শক বন্ধুরা যদি একটু ইতিহাস ঘাঁটি এই অঞ্চলটি কে নিয়ে তাহলে বলা যেতে পারে আজ থেকে পনের বছর আগে এই জায়গাটি ছিল একটি দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল। যেখানে তেলিয়ামুড়া শহর থেকে পায়ে হেঁটে পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে সারাদিন লেগে যেত ওই এলাকায় পৌছতে। এমনকি ওই এলাকার বিদ্যালয়টিতে ২৮ কৃষ্ণপুর বিধানসভার একটি ভোট কেন্দ্র ছিল তখন সময়ে যা বর্তমানেও আছে। ভোট কর্মী কিংবা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের ওই কেন্দ্রটিতে পৌছতে হেলিকপ্টার যোগে যাতায়াত করতে হতো। তবে বর্তমানে ২০১৪ /১৫ অর্থবর্ষে তখনকার বামফ্রন্ট সরকার এলাকার জনগণের কথা মাথায় রেখে এবং তাদের দাবি মেনে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করতে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা মাধ্যমে বিশাল রাস্তা করে দেওয়া হয় যেখানে আজ এক ঘন্টায় অতি সহজে পৌঁছে যাওয়া যায় গাড়ি দিয়ে। আর নুনাছড়ার উপর একটি ব্রিজ করে দেয় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো উন্নয়ন করার জন্য। আর যাই হোক কিন্তু দীর্ঘ বছরেও এলাকাবাসীর উন্নয়ন ঠিক একই তিমিরেই রয়ে গেছে। একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে মৌলিক অধিকারের একটি পানীয় জলের অধিকারটুকু এখন পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জুটেনি। সেই চিরাচরিত বাপ-ঠাকুরদাদার দেখানো পথ অনুসরণ করেই ছড়া কিংবা নলার জল কিংবা ছড়ার পাশে গর্ত করে জল জমিয়ে সেই জল ব্যবহার করে দিন নিপাত করে চলছে গিরি বাসীরা। যদিও বিগত বেশ কিছু বছর আগে পানীয় জলের সুবিধার জন্য কিছু কিছু মার্ক টু কল বসানো হয়েছিল সেই এলাকাতে। কিন্তু যত্নের অভাবে কিংবা সংস্কারের অভাবে সেগুলি আজ বিকল হয়ে পড়ে আছে। হেলদোল নেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের। না আছে মুহকুমাধীন প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের। এ ব্যাপারে নুনাছড়ার এক যুবক আমাদের জানান আমরা এই ভাবেই জল পান করে দীর্ঘ বছর ধরে জীবনযাপন করছি। আর এই জল পান করেই জল বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে প্রতিনিয়ত এলাকাজুড়ে। বর্তমানে করোনা মহামারীর প্রকোপ সারা বিশ্বজুড়ে। আর আমরা গ্রামবাসীরা সর্দি জ্বর কাশি নিয়ে এই ছড়াতে স্নান কাপড় ধোয়া সহ সব কাজ করি আবার সেই জলি আমরা পান করে থাকি। যে কারণে আমাদের জল বাহিত রোগ শোক প্রতি বছরই লেগে থাকে। বর্তমান রাজ্য সরকার যদি বড় ধরনের ফিল্টার বসিয়ে জলকে বিশুদ্ধ করে আমাদের পানিয়ের ব্যবস্থা করে দেয় হয়তোবা তাহলে আমাদের এলাকার গিরি বাসীরা বেঁচে যাবে। এখন দেখার বিষয় আমাদের খবর সম্প্রচারের পর রাজ্য সরকার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের গিরি বাসীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের কি ব্যবস্থা ত্তকরে দেয়। না ভোট আসলে সে প্রতিশ্রুতি থেকে যায়। ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।